তিন-আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ৭

বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক
লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য নির্দ্দিষ্ট। (কলিকাতা
গেজেট, ১৩ই আগষ্ট ১৯১৯)

নেপোলিয়ন

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

গোখ্‌লে, টাটা প্রভৃতি রচয়িতা
অমূল্যকৃষ্ণ ঘোষ এম, এ, প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা ও ময়মনসিংহ

১৩২৭

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা

১০৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এবং

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



নেপোলিয়ন

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য-কথা

ইওরোপের নীচে ভূমধ্য-সাগরের নীল জলে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ভাসিতেছে, তাহার নাম কর্সিকা। কর্সিকা ইটালির উপকূল হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। এই দ্বীপের চারিদিকে নীল সাগরের ঢেউ, আর ইহার আকাশে নীল পাহাড়ের ঢেউ,—তাই কর্সিকা বড় সুন্দর।

ইটালিতে জেনোয়া নামে এক রাজ্য ছিল; কর্সিকা সেই জেনোয়ার অধীন ছিল। কিন্তু এই ক্ষুদ্র দ্বীপের লোকগুলি যেমন স্বাধীনতাপ্রিয় তেমনি যোদ্ধা ছিল, তাই তাহারা স্বাধীন হওয়ার জন্য জেনোয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহাদের দলপতি পেওলির অধীনে কর্সিকার লোকগণ এমন সুন্দর যুদ্ধই করিল যে জেনোয়ার লোকেরা তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। বেগতিক দেখিয়া তাহারা ফরাসী দেশের নিকট কর্সিকা বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

কর্সিকার লোক ইহাতে আরও বেশী চটিয়া গেল। তাহারা কি মানুষ নয় যে তাহাদিগকে এমন গরু বাছুরের মত বিক্রী করা হইল? কর্সিকাবাসিগণ তাহাদের নূতন মুনিবকে কিছুতেই মানিল না, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল।

এই সমস্ত যোদ্ধাদের মধ্যে একটি লোক ছিলেন--তাঁহার নাম চার্লস্ মেরী বোনাপার্টি। চার্লসের বাড়ী আগে ইটালিতে ছিল কিন্তু বহুদিন হইল তাঁহারা কর্সিকাতে আসিয়া বাড়ী করিয়াছেন। তিনি

সম্ভ্রান্তবংশের লোক ছিলেন বটে, তবে কর্সিকাতে উচ্চ ও নীচ বংশের লোকের মধ্যে পার্থক্য খুব অল্পই ছিল, কেন না তাহারা সকলেই দরিদ্র। চার্লসের স্ত্রীর নাম লেটিজিয়া। লেটিজিয়ার বয়স বেশী ছিল না এবং তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন কিন্তু তাঁহার যে অসীম সাহস, যে তেজ, যে রকম বীর হৃদয় ছিল তাহা অনেক পুরুষেরও থাকে না। স্বামীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছেন; বন্দুকের গোলা তাঁহার কাণের পাশ দিয়া হুস্ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অদূরে কামানের গোলা ফাটিয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই তিনি ভয় পান নাই। পর্ব্বতের ভিতর দিয়া, জঙ্গলের মধ্য দিয়া, নদীর উপর দিয়া তিনি স্বামীকে অনুসরণ করিয়াছেন।

কিছুদিন পর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল, কর্সিকা ফ্রান্সের বশ্যতা স্বীকার করিল, পেওলি সাগরপারে পলাইয়া গেলেন। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লেটিজিয়ার একটি পুত্র হইল। পিতামাতা পুত্রের নাম রাখিলেন নেপোলিয়ন। তখন কি কেহ জানিত যে এই নেপোলিয়ন নাম ভুবনবিখ্যাত হইবে! নেপোলিয়নের অনেক ভাইবোন ছিল; তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁহাদের একটির বেশী চাকর ছিল না, তাই তাঁহাদের মা তাঁহাদিগকে একটি প্রকাণ্ড ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই ঘরে তাহারা ইচ্ছামত খেলা করিত। কিন্তু নেপোলিয়ন বিশেষ কোনো খেলায় যোগদান করিতেন না, তিনি বসিয়া বসিয়া দেয়ালের গায় যুদ্ধের ছবি আঁকিতেন। তাঁহার খেল্না ছিল একটি ঢাক ও একটি কাঠের তরবারি। পাড়ার ছেলেদিগকে লইয়া প্রায়ই তিনি যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলিতেন; এই যুদ্ধ অনেক সময় একমাস দু'মাস পর্য্যন্ত চলিত। নেপোলিয়ন ছিলেন তাহাদের দলপতি; তিনি কাহাকেও ভয় পাইতেন না; বড় হোক, ছোট হোক, যুদ্ধের সময় যাহাকে তিনি আক্রমণ করিতেন তাহাকে আঁচড়াইয়া,

কামড়াইয়া, কিলাইয়া, চড়াইয়া অস্থির করিয়া তুলিতেন। নেপোলিয়ন তাঁহার দাদা জোসেফের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া ও মারামারি করিতেন।

কিন্তু অতি ছেলেবেলা হইতেই তিনি আবার খুব গম্ভীর ও চিন্তাশীল ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি একা একা পায়চারি করিতেন ও চিন্তা করিতেন, তাঁহার সঙ্গীরা ডাকিলেও তাহাদের সঙ্গে খেলিতে যাইতেন না। পোষাক পরিচ্ছদের দিকে নেপোলিয়নের মোটেই নজর ছিল না। তাঁহার রুক্ষ চুলগুলি চোখের উপর আসিয়া পড়িত, মোজা জোড়া নামিতে নামিতে জুতার উপরে গিয়া পড়িত, জামায় বোতাম থাকিত না।

পাঁচবৎসর বয়সে নেপোনিয়নকে একটি মেয়েদের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় কিন্তু অল্পদিন পরেই সেই স্কুল ছাড়াইয়া তাঁহাকে ছেলেদের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেই স্কুলে ইতিহাস পড়াইবার একটি সুন্দর নিয়ম ছিল। রোমের সঙ্গে কার্থেজের খুব যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে রোম জয়লাভ করিয়াছিল। এই যুদ্ধের ইতিহাস পড়াইবার সময় ছাত্রগণকে দুই সারিতে ভাগ করা হইত, একদল রোমের পতাকার নীচে দাঁড়াইত, আর একদল কার্থেজের পতাকার নীচে দাঁড়াইত। নেপোলিয়নকে কার্থেজের পক্ষে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ইতিহাস পড়িয়া জানিয়াছিলেন যে কার্থেজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল, তাই তিনি কার্থেজের পক্ষে থাকিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার দাদা জোসেফ্ রোমের পক্ষে ছিলেন, নেপোলিয়ন তাঁহার সঙ্গে পক্ষ বদল করিয়া রোমের পক্ষে চলিয়া আসিলেন, জোসেফ্ বিনা আপত্তিতে কার্থেজের পক্ষে গেলেন।

ছেলেবেলা হইতেই তিনি সৈন্যদিগকে খুব ভালবাসিতেন এবং নিজেরও সৈনিক হওয়ার খুব সখ ছিল। স্কুলে যাওয়ার সময় নেপোলিয়নকে রোজ একটি সাদা রুটি দেওয়া হইত, তিনি তাহা পথে

একটি সৈনিককে দিয়া তাহার নিকট হইতে একটি লাল রুটি লইয়া আসিতেন। একদিন তাঁহার মা এজন্য একটু অসন্তুষ্ট হইয়া নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রোজই ভাল রুটিখানা দিয়ে বিশ্রী একটা লাল রুটি নিয়ে খাও কেন?" নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন, "আমি যদি সৈন্য হই তা' হ'লে আমাকেও ত ঐ রুটি খেতে হবে। তা' ছাড়া লাল রুটি আমি খেতে ভালবাসি।"

নেপোলিয়নের ঝোঁক দেখিয়া পিতামাতা মনে করিলেন তাঁহাকে সৈনিক হইতে দেওয়াই উচিত। তাই একদিন ডিসেম্বর মাসে চার্লস্ তাঁহার দুই পুত্র জোসেফ্ ও নেপোলিয়নকে লইয়া ফ্রান্সে যাত্রা করিলেন। নেপোলিয়নের বয়স তখন দশ বৎসর হয় নাই। ফ্রান্সের 'অটান্' সহরে একটি স্কুলে দুই ভাইকে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। জোসেফ্ একটু লাজুক স্বভাবের ছিলেন, তাই প্রথম তিনি ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে পারেন নাই, কিন্তু ২।৪ দিনের মধ্যেই তিনি সকলের সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিলেন। নেপোলিয়ন ইচ্ছা করিয়াই কাহারও সঙ্গে মিশিলেন না। তিনি সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন, মাঝে মাঝে একা একা বেড়াইতে যাইতেন। তিনি ছেলেদের সঙ্গে খেলায় কিম্বা আমোদ প্রমোদে যোগদান করিতেন না, স্কুলের ছেলেরা এজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিত। সকলেই তাঁহাকে "ভীরু কর্সিকান্" বলিয়া ক্ষেপাইত এবং কর্সিকা ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছিল বলিয়া ঠাট্টা করিত। নেপোলিয়ন কাহারও কথার কোনো উত্তর দিতেন না।

জোসেফের আগেই নেপোলিয়ন ফরাসী ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়া ফেলেন। কর্সিকাতে তাঁহারা ইটালিয়ান্ ভাষা শিখিয়াছিলেন সুতরাং ফরাসী ভাষা আগে কিছুই জানিতেন না। নেপোলিয়ন ফরাসী ভাষাতে বেশ কথা বলিতে পারিতেন বটে কিন্তু শুদ্ধ করিয়া

লিখিতে পারিতেন না। সমস্তটা জীবন তিনি বামান ভুল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাতের লেখা বড় খারাপ ছিল; কেহ কেহ বলেন যে তাঁহার বানান-ভুল ঢাকিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া তিনি ঐরূপ বিশ্রী করিয়া লিখিতেন।

প্রায় তিন মাস পর তাঁহাদের পিতা নেপোলিয়নকে সেখান হইতে লইয়া যাওয়ার জন্য আসিলেন। নেপোলিয়ন ব্রিয়েনে সৈনিকদের স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন, জোসেফ্ অটানেই থাকিবেন। সুতরাং এবার ভা'য়ে ভা'য়ে ছাড়াছাড়ি হইবার পালা আসিল। দুই ভা'য়ে খুব ঝগড়া মারামারি হইত বটে, কিন্তু দু'জনে আবার খুব ভাবও ছিল। বিশেষতঃ দেশ ছাড়িয়া এই বিদেশে আসিয়া তাঁহাদের ভালবাসা যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছিল। বিদায়ের সময় জোসেফ্ চোখের জল থামাইয়া রাখিতে পারিলেন না, তিনি খুব কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন এত সহজে চোখের জল বাহির হইতে দিলেন না; তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় কান্না চাপিতে লাগিলেন; তাঁহার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর এবং কালো হইয়া গেল। কিন্তু তবুত ভাই!—এত চেষ্টা সত্ত্বেও এক ফোঁটা জল তাঁহার চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল।

নূতন স্কুলে নেপোলিয়নের প্রথমে মোটেই ভাল লাগে নাই। সেখানে তিনি সৈন্যদের মত পোষাক পরিতেন এবং শীঘ্রই একজন যোদ্ধা হইবেন তাহা জানিতেন বটে, কিন্তু তথাপি বাড়ীর জন্য তাঁহার মন কেমন করিত। সেই স্কুলে ছয় বৎসর থাকিবার নিয়ম ছিল; নেপোলিয়ন ভাবিতেন কতদিনে না-জানি ছয় বৎসর হয়।

এখানেও নেপোলিয়ন খুব গম্ভীর হইয়া থাকিতেন, কাহারও সঙ্গে হাসি-গল্প-তামাসায় যোগদান করিতেন না; তাই স্কুলের ছেলেরা তাঁহাকে খুব জ্বালাতন আরম্ভ করিল। কেহ বলিত—"তোমার নাকটা স্বর্গ-মুখো" কেহ বলিত—"তোমাদের দেশ পরাধীন, তোমরা গোলামের জাত।"

ইহার প্রায় চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। স্কুলে তখন দুর্গ-অধিকার ও দুর্গ-রক্ষার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইতেছিল। তখন শীতকাল দেখা দিয়াছে, চারিদিকে বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নেপোলিয়ন বলিলেন—"বরফের একটা দুর্গ প্রস্তুত করিয়া একদল সেটাকে আক্রমণ করুক, অন্যদল তাহা রক্ষা করুক।" মাষ্টারেরা বলিলেন—"এত খুব ভাল প্রস্তাব।" ছেলেরাও ইহা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইল। নেপোলিয়ন দুর্গের নমুনা আঁকিয়া দিলেন; সকলে মিলিয়া কোদাল প্রভৃতি লইয়া কাজে লাগিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে দুর্গ প্রস্তুত হইয়া গেল।

দুর্গ শেষ হইলে ছেলেরা দুই দলে ভাগ হইয়া গেল এবং বরফের গোলা প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। নেপোলিয়ন হইলেন সেনাপতি। তিনি দুই দলকেই হুকুম দিয়া চালাইতে লাগিলেন, একদল দুর্গ আক্রমণ করিল, অন্য দল তাহা রক্ষা করিতে লাগিল। মাষ্টারেরা এই যুদ্ধ দেখিয়া খুব খুসী হইলেন এবং তাহাদিগকে খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং নানা স্থান হইতে লোকজন আসিয়া ইহা দেখিয়া যাইতে লাগিল। সমস্ত শীতকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। শীত চলিয়া গেলে যখন গরম পড়িল তখন বরফ গলিয়া যাইতে লাগিল সুতরাং তাহাদের কৃত্রিম যুদ্ধও শেষ হইয়া গেল! ঠাণ্ডার মধ্যে লড়াই করিয়া অনেক ছেলের অসুখ করিয়াছিল কিন্তু নেপোলিয়নের কিছুই হয় নাই। তিনি এই কয়মাসে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সৈনিক জীবনটাই বীরের উপযুক্ত, এবং মানুষকে হুকুম দিয়া চালাইবার ক্ষমতা তাঁহার যথেষ্টই আছে।

নেপোলিয়ন সাহিত্য ভাল জানিতেন না, কিন্তু গণিত ও জ্যামিতিতে খুব পাকা ছিলেন। ভূগোল তাঁহার কাছে খুব ভাল লাগিত কিন্তু ইতিহাসটাই ছিল তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ। গ্রীস্ ও

রোমের বীরগণের কাহিনী পাঠ করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। সময় পাইলেই তিনি ইতিহাস কিম্বা মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করিতেন। অনেক সময় দেখা যাইত যে তিনি খেলা ফেলিয়া বই লইয়া বসিয়া আছেন। এই জন্য তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। নেপোলিয়ন খুব খাটো ছিলেন। তাঁহার কাঁধ দুইটি খুব চওড়া ছিল বলিয়া তাঁহাকে বেশ একটু মোটা দেখাইত কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি খুব রোগা ও পাত্‌লা ছিলেন।

নেপোলিয়ন বলিতেন তাঁহার মাতা তাঁহার চরিত্রগঠনের প্রধান সহায় ছিলেন। ছেলেবেলা মায়ের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার দুঃসাহস বাড়িয়া উঠিয়াছিল। মায়ের নিকট ভাল শিক্ষা না পাইলে সন্তান কখনও বড়লোক হইতে পারে না। তাই নেপোলিয়ন বলিতেন,—স্বদেশের উন্নতির জন্য উপযুক্ত মাতার যেমন প্রয়োজন এমন আর কিছুরই নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কর্ম্ম-জীবন

নেপোলিয়ন ভাবিতেছিলেন—তাঁহাকে ত আরো এক বৎসর এই স্কুলে থাকিতে হইবে, এমন সময় সহসা একদিন তিনি জানিতে পারিলেন যে প্যারিসের (Paris) সৈনিক-শিক্ষালয়ে তাঁহাকে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তিনি এবং আরও চারিজন ছাত্র প্যারিসের দিকে যাত্রা করিলেন।

প্যারিস্ ফরাসী দেশের রাজধানী। সেখানকার স্কুলে গিয়া নেপোলিয়নের মনে হইল যেন এতদিন পর তিনি তাঁহার উপযুক্ত স্থানে আসিয়াছেন। প্যারিসের স্কুলটিকে তাঁহার স্কুল বলিয়াই বোধ হইল

না। চারিদিকে সিপাই শান্ত্রীর ছুটাছুটি, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি; সকলেরই যুদ্ধের পোষাক পরা, সকলেই যুদ্ধের বিষয় আলাপ করিতেছে; নেপোলিয়নের মনে হইল যেন তিনি এমন একটা সহরে বাস করিতেছেন যেখানে খুব যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। এখন ঘুম হইতে উঠিবার সময় কিম্বা ক্লাসে যাওয়ার সময় আর ঘণ্টার শব্দ শুনিতে হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে এখন ঢাক বাজিয়া উঠে।

প্যারিসে এক বৎসর থাকিয়া তিনি সব পরীক্ষা পাশ করিলেন এবং লা-ফেয়ার গোলন্দাজ সৈন্যদলের দ্বিতীয় লেফ্‌টেনাণ্টের পদ পাইলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর তিনি এবং তাঁহার আর একটি সঙ্গী তাঁহাদের সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য ভেলেন্সের দিকে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের বয়স তখন ১৬ কি ১৭, কিন্তু বয়স কম হইলে কি হইবে, তাঁহাদের কোমরে তরবারি ঝুলিতেছিল, তাঁহাদের মনে হইতেছিল—তাঁহারা যেন মস্ত দুইজন বীর।

লাফেয়ার গোলন্দাজগণ ফরাসী গোলন্দাজদের মধ্যে বিখ্যাত পরিশ্রমী ছিল। খুব ভোরে ঘুম হইতে উঠিয়াই তাহারা "ড্রিল" করিত, "মার্চ্চ" করিত, গুলি ছুঁড়িতে শিখিত। নেপোলিয়ন তখনও একজন শিক্ষার্থী মাত্র, সুতরাং তাঁহাকে নিম্নতম সৈনিকের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কাজই শিখিতে হইয়াছিল; সব শেখা হইলে তবে তিনি কর্ম্মচারীর পদ পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত শিক্ষা ছাড়া তিনি সমর সম্বন্ধে যেখানে যে বই পাইতেন তাহাই পড়িতেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যাপ আঁকিতে ও নক্সা আঁকিতে শিখিয়া ফেলেন এবং একজন খুব ভাল কর্ম্মচারী হইয়া উঠেন।

ছাত্রজীবনে নেপোলিয়ন খুব গম্ভীর ও বিষণ্ণ ছিলেন, কিন্তু কাজে ঢুকিয়া অবধি তাঁহার সে ম্লান মূর্ত্তি আর নাই। এখন তিনি সকলের সঙ্গে হাসি, ঠাট্টা, তামাসা করেন; নাচে, ভোজে, সঙ্গীতে

যোগদান করেন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিয়া থাকেন। এই সময় নেপোলিয়ন মাঝে মাঝে বাড়ীতেও যাইতেন।

তখন ফ্রান্সে হুলস্থূল কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ফরাসীর রাজা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। দেশের লোক কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, সকলের উপরে ছিলেন জমীদারগণ, তারপর পুরোহিতগণ—সকলের নীচে ছিল জনসাধারণ। জমীদার ও পুরোহিতগণকে কর দিতে হইত না। তা ছাড়া অন্য সকলকেই কর দিতে হইত। এদিকে রাজা ও জমীদারগণ প্রজাদের টাকায় ধনী হইয়া খুব বড় মানুষী চালে চলিতেন। তাঁহারা যে ভাবে খুসী টাকা খরচ করিতেন এবং টাকার অভাব হইলেই প্রজাদের উপর নূতন কর বসাইতেন। সুতরাং দেশের লোকের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাহারা যে কত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু অবশেষে আর সহিল না। অন্যায়কে মানুষ কতদিন সহিয়া থাকিতে পারে? তাহারা তখন বিদ্রোহী হইতে লাগিল; স্থানে স্থানে দাঙ্গা হইতে আরম্ভ হইল। অবশেষে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দেশময় আগুন জ্বলিয়া উঠিল। প্যারিসের জনসাধারণ সদলবলে সেখানকার জেলখানা আক্রমণ করিয়া সকল কয়েদীকে ছাড়িয়া দিল। রাজা শুনিয়া বলিলেন, "এ যে রীতিমত বিদ্রোহ!" মন্ত্রী বলিলেন, "না, মহারাজ, এ বিদ্রোহ নয়—এ রাষ্ট্রবিপ্লব।" দেখিতে দেখিতে বিপ্লবের আগুন ভীষণ আকার ধারণ করিল; রাজাকে সিংহাসন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, দেশে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; মানুষ কোন্ পথে চলিবে তাহা কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না।

এই সমস্ত গোলমালের মধ্যে নেপোলিয়নের কোনো স্বার্থ ছিল না,—কারণ তাঁহার বাড়ী ত ফরাসীতে নয়, সুতরাং ফরাসীতে যাহা ইচ্ছা হোক্ না কেন, তাহাতে তাঁহার কি? তবে তিনি মনে

করিয়াছিলেন যে ইহার ফলে তাঁহার মাতৃভূমি কর্সিকার কোন উপকার হইতে পারে। নেপোলিয়ান ছুটি লইয়া বাড়ী গেলেন। গিয়া দেখেন কর্সিকাতেও হুলস্থূল ব্যাপার। পেওলি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সকলেই তাহাকে খুব আদর ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেছে। বাল্যকালে নেপোলিয়ন পেওলিকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু এখন বৃদ্ধ পেওলির সঙ্গে তাঁহার মত মিলিল না। পেওলি বলিলেন "ফ্রান্সে এখন যে রকম গোলযোগ এখন আব ফরাসীর অধীন থাকা নিরাপদ নয়।" তাই তিনি কর্সিকার শাসনভার ইংলণ্ডের হাতে অর্পণ করিতে চাহিলেন। নেপোলিয়ন ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। পেওলি নেপোলিয়নকে বন্দী করিবার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। একদিন নেপোলিয়ন একা পথ চলিতেছিলেন, কয়েকজন সৈন্য সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। নেপোলিয়ন কৌশল করিয়া পলাইয়া চলিয়া আসিলেন। এদিকে ইংরেজরণতরী আসিয়া কর্সিকার বন্দর দখল করিয়া বসিল; নেপোলিয়ন কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সপরিবারে কর্সিকা ত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। তাড়াতাড়ি তাঁহারা বিশেষ কোনো জিনিষ সঙ্গে নিতে পারেন নাই। তাঁহারা চলিয়া গেলে পরেই একদল চাষা নেপোলিয়নের বাড়ী ঘর লুণ্ঠন করিয়া জিনিষপত্র সব নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। নেপোলিয়ন অনেক কষ্টে, অনেক বিপদের হাত এড়াইয়া মার্জলসে পৌঁছিলেন এবং সেখানে তাঁহার মা ও বোনদিগকে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় রাখিয়া নাইস নগরে চলিয়া গেলেন। 'নাইসে' তখন তাঁহার সেনাদল অবস্থান করিতেছিল। নেপোলিয়ন এখন হইতে ফরাসীকেই তাঁহার স্বদেশ মনে করিতে লাগিলেন, কর্সিকার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ শেষ হইয়া গেল।

ফরাসীর লোকেরা তাহাদের রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজেরা গভর্ণমেণ্ট (Government) স্থাপন করিল ; সেই গভর্ণমেণ্ট এর নাম হইল কন্‌ভেন্‌শান্ (Convention)। ইওরোপের অন্যান্য দেশের রাজগণ ফরাসীর রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য দলবদ্ধ হইলেন। ব্রিটেন আগে এই দলে যোগ দেন নাই, কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফরাসীরা যখন তাহাদের রাজাকে হত্যা করিল তখন ব্রিটেন্ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে আসিয়া যোগদান করিলেন।

টুলন্ নগর কন্‌ভেন্‌শানের শাসন অমান্য করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, তাই ফরাসী গভর্ণমেণ্টের একদল সৈন্য সেই নগর অবরোধ করিল। অনেক দিন চলিয়া গেলেও যখন নগর দখল হইল না তখন নেপোলিয়নকে সেখানে পাঠান হইল। তিনি গিয়া দেখিলেন, সেখানে সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা নাই, তাহাদিগকে হুকুম দিয়া চালাইবার মত ভাল কর্ম্মচারী নাই এবং উপযুক্ত গোলাগুলি ও বন্দুককামান নাই। তিনি গিয়াই ভীষণভাবে কাজে লাগিয়া গেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গ ও ৪০টি কামান প্রস্তুত করিবার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে দুর্গ প্রস্তুত হইয়া গেল, অসংখ্য গোলা-গুলি আসিল, রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদিকে টুলনের বন্দরে ইংরেজদের কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ আসিয়া সহরের অধিবাসীদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। নগরের দুর্গে মিলিত-রাজাদের সৈন্যদল ছিল, তাহারা কয়েক সপ্তাহ বেশ যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। নেপোলিয়নের সঙ্গে কেহই পারিয়া উঠিল না। ইংরেজদের জাহাজ যখন টুলন্ ছাড়িয়া চলিল তখন টুলনবাসীদের শেষ আশাটুকুও নিভিয়া গেল। টুলনের অসংখ্য নরনারী সেই সকল জাহাজে চড়িয়া পলাইবার জন্য সমুদ্রতীরে ভিড় করিল। তাহাদের

ভিড়ে কত লোক যে ডুবিয়া মরিল তাহার ইয়ত্তা নাই; কাণায় কাণায় বোঝাই করা অনেক নৌকা উল্টিয়া গেল।

নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন—"কাল কি পরশুই আমরা টুলন্ নগরে বসিয়া খানা খাইব।" তাঁহার এ কথা মিথ্যা হয় নাই, কারণ ইংরেজ রণতরীগুলি চলিয়া গেলে পরই নেপোলিয়ন সসৈন্যে টুলন্ নগরে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিলেন। একমাত্র নেপোলিয়নের জন্যই টুলন্ অধিকৃত হইল এবং এই নগর অধিকার করাতেই তাঁহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। এই সময় নেপোলিয়ন যে রকম পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা শুনিলে অবাক হইতে হয়। দিনরাত্রির মধ্যে কখনো তিনি বিশ্রাম করিবার সময় পান নাই।

এই যুদ্ধজয়ের পর মনে হইয়াছিল, বুঝিবা এতদিনে নেপোলিয়নের কপাল ফিরিল। কিন্তু কাহার কপালে কখন কি ঘটে কেহ বলিতে পারে না। কোনও মিথ্যা সংবাদ পাইয়া ফরাসী গভর্ণমেণ্ট নেপোলিয়নকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারে তাঁহার খালাস হইল বটে, কিন্তু সৈন্যদলে তাঁহার যে রকম উচ্চপদ ছিল তাহা আর তাঁহাকে দেওয়া হইল না, নীচের দিকে তাঁহাকে অন্য একটি কাজ দেওয়া হইল। নেপোলিয়ন তাহা গ্রহণ করা অপমানজনক মনে করিলেন। সুতরাং বেকার অবস্থায় তাঁহাকে অনেক দিন প্যারিসে বাস করিতে হইয়াছিল। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি একটা চাকুরী জুটাইতে পারিলেন না। একবার মনে করিয়াছিলেন, তুর্কিতে সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে যাইবেন। কিন্তু এদিকে তাঁহার মা, ভাই ও বোনেরা সব না খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, নিজেও অনাহারে অনেক কষ্ট পাইতেছেন, অথচ তাঁহার পকেটে তখন কেবলমাত্র একটি ফ্র্যাঙ্ক্ আছে। নেপোলিয়ন আত্মহত্যা করিবার জন্য নদীতীরে গেলেন, কিন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ একথা জানিতেন বলিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতে

লাগিলেন। এমন সময় সেখান দিয়া তাঁহার একজন পুরাতন বন্ধু যাইতেছিলেন; তিনি নেপোলিয়নের অবস্থা জানিতে পারিয়া তখনি তাঁহাকে ৬০০০ ডলার দান করিয়া গেলেন। সেই টাকাতে নেপোলিয়ন সপরিবারে বাঁচিয়া গেলেন। এই বন্ধুটির নাম ছিল ডিমেসিস্। নেপোলিয়ন সম্রাট্ হইয়া তাঁহাকে বহু সন্ধান করিয়া বাহির করেন। ডিমেসিস্ ইচ্ছা করিয়াই ১৫ বছর গা ঢাকা দিয়াছিলেন। অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া নেপোলিয়ন তাঁহাকে ৬০০০ ডলার বার্ষিক আয়ের একটা চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মত করেন এবং তাঁহার ভাইকেও একটা কাজ প্রদান করেন।

এদিকে প্যারিসে ভীষণ কাণ্ড উপস্থিত। দেশের নূতন শাসন-প্রণালী লোকের পছন্দ হইল না। শাসনের আবার নূতন রকম বন্দোবস্তের প্রস্তাব হইল, কিন্তু সেই বন্দোবস্তও সকলের মনোমত হইল না। ইহা লইয়া দেশে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল এবং দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। প্যারিসের লোকেরা আবার অস্ত্র লইয়া গভর্ণমেণ্ট-প্রাসাদ আক্রমণ করিতে চলিল। কর্ত্তারা দেখিলেন—বিপদ! এখন উপায় কি? তাঁহাদের সৈন্যদিগকে চালাইবেই বা কে? এমন সময় বেরাস্ নামক এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—"আমি জানি এখন আমাদের কা'কে দরকার! সে হচ্ছে ছোট্ট একটি কর্সিকান্ কর্ম্মচারী—নেপোলিয়ন তার নাম।" তখনি নেপোলিয়নকে ডাকা হইল। নেপোলিয়নকে কেহ চিনিত না; সকলেই মনে করিয়াছিল তাহার চেহারা হয়ত খুব একটা পালোয়ানের মত, কিন্তু যখন ছোট-খাট, মেয়েলি চেহারার ছিপ্‌ছিপে একটি বালক-সদৃশ যুবক ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সকলেই খুব অবাক হইয়া গেল। নেপোলিয়নের বয়স তখন ২৫ বৎসর কিন্তু তাঁহার দাড়ি গোঁফ ছিল না বলিয়া তাঁহাকে ১৭।১৮ বৎসরের বালকের মত দেখাইত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তুমি কেমন গুরুতর কাজের

ভার নিচ্ছ তা' জান ?" নেপোলিয়ন অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "খুব জানি এবং আমি যে কাজে হাত দেই তা' কথনো অসম্পন্ন রাখি না।" সেই কণ্ঠস্বরে সকলেরই বিশ্বাস হইল নেপোলিয়ন এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বটে। তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। নেপোলিয়ন আসিয়া কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন; ভোর হইতে না হইতে রাজ-প্রাসাদে যাইবার প্রত্যেক পথে কামান খাড়া করা হইল।

ত্রিশ হাজার বিদ্রোহী প্রাসাদ আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া গিয়াছিল। তাহাদের কামান ছিল না কিন্তু প্রত্যেকের হাতেই বন্দুক ছিল। দুই পক্ষ মুখোমুখি হইয়া কয়েক ঘণ্টা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেলা ৪½টার সময় কে একজন সর্ব্বপ্রথম একটা গুলি ছুঁড়িল। অমনি হাজার হাজার বন্দুক এক সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল। নেপোলিয়নের কামানগুলি অগ্নি-বৃষ্টি করিতে লাগিল, বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে সব নীরব হইয়া গেল, নেপোলিয়ন যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। এই যুদ্ধজয়ের ফলে তাঁহাকে একটি সেনাদলের প্রধান সেনাপতি করিয়া দেওয়া হইল।

এই ঘটনার অল্প কয়েক দিন পর একটি বার বৎসরের বালক নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। বালকের নাম ইউজেন্। গভর্ণমেণ্টের আদেশ মত প্যারিসের লোককে নিরস্ত্র করিবার সময় ইউজেনের পিতার তরবারি নেপোলিয়ন লইয়া আসিয়াছিলেন। ইউজেনের পিতা বিপ্লববাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। পিতৃহীন ইউজেন পিতার তরবারি লইতে আসিয়াছে। নেপোলিয়ন বালকটির জন্য দুঃখ বোধ করিলেন এবং তাহাকে তরবারি ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য হুকুম প্রদান করিলেন। বালক তরবারি লইয়া চলিয়া গেল। ইহার পরদিন ইউজেনের মা জোসেফাইন্ নেপোলিয়নকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা করিলেন। জোসেফাইন্

অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন; তাঁহাকে নেপোলিয়নের খুব ভাল লাগিল এবং ক্রমে দুইজনের মধ্যে খুব ভাব হইয়া গেল। অবশেষে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ নেপোলিয়ন তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। জোসেফাইন্ নেপোলিয়ন অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন। নেপোলিয়নের বয়স তখন ২৬ বৎসর।

এক মাস আগে নেপোলিয়নকে আমরা পথে পথে ঘুরিতে দেখিয়াছি, আর আজ ধনে, মানে, খ্যাতিতে তাঁহার সমান কে? আজ তিনি যে মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন, কয়েক মাস আগে ইহা তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল।

বিবাহের পরেই স্ত্রীকে ছাড়িয়া নেপোলিয়ন ইটালিতে চলিয়া গেলেন, কারণ ইটালির উত্তরে আল্পস্‌পর্ব্বতে তখন খুব যুদ্ধ চলিতেছিল। নেপোলিয়নকে সেখানে প্রবল দুই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। নেপোলিয়ন দেখিলেন যে এই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতিতে হইলে হঠাৎ গিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করা দরকার। কিন্তু সঙ্গে জিনিষপত্র থাকিলে সৈন্যেরা তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না, তাই নেপোলিয়ন সৈন্যদের সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য কিম্বা কাপড় চোপড় কিছুই নিতে দেন নাই। তিনি যখন যেখানে যাইতেন সেইখান হইতে সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য ও গাত্রবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইতেন।

নেপোলিয়ন জানিতেন যে শত্রুসৈন্যদের দল দুইটি যদি একত্র মিলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের সঙ্গে তিনি কিছুতেই পারিয়া উঠিবেন না। তাই যাহাতে তাহারা মিলিত হইতে না পারে তিনি সেই রূপ চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করিলেন এবং এক এক করিয়া উভয় দলকে পরাজিত করিলেন। তাঁহার মত এমন সুন্দরভাবে কেহই সৈন্য-পরিচালনা করিতে পারিত না। একে একে ইটালিতে অনেক যুদ্ধ হইল, নেপোলিয়ন সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

নেপোলিয়নের সৈন্যেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহারা জানিত যে তিনি যেমন সাহস ও দক্ষতার সহিত তাহাদিগকে সকল যুদ্ধে জয়ী করিয়াছেন এমন আর কেহ পারিবে না। তাই সকলে তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিত "লিট্‌ল্ কর্পোরাল্" (Litle Corporal)। এই নামটি তিনি প্রথম পাইয়াছিলেন এড্ডানদীর উপর লোডি-সেতু অধিকার করিবার সময়।

এড্ডানদীর এক তীরে ক্ষুদ্র লোডি সহরে ফরাসীসৈন্য অবস্থান করিতেছিল, অন্য তীরে অষ্ট্রিয়ার ১৬০০০ সৈন্য উপস্থিত ছিল। তাহাদের গোলার সম্মুখে ফরাসীসৈন্য নদীর তীরে আসিতে পারিতেছিল না। নেপোলিয়ন নিজে গিয়া নদীর তীর পরীক্ষা করিয়া আসিলেন এবং নদীর উপর যে সেতু রহিয়াছে তাহা পার হইয়া শত্রু-সৈন্যকে আক্রমণ করা ঠিক করিলেন। নেপোলিয়নের সেনাপতিরা শুনিয়া বলিল, "অসম্ভব! অশ্রান্ত গোলাবর্ষণের মধ্যে এই সেতু পার হওয়া অসম্ভব।" নেপোলিয়ন বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব?—ফরাসী ভাষায় অসম্ভব বলিতে কোনো শব্দ নাই।" কাহারও নিষেধ না শুনিয়া তিনি সেতু দখল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কাঠের সেতুটি বেশী বড় ছিল না, অষ্ট্রিয়ান্‌রা ইচ্ছা করিলেই উহা কামানের গোলা দিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত, কিন্তু তাহা তাহারা দরকার বোধ করে নাই। ঐ অবস্থায় এই সেতু যে কোনো মানুষ পার হইতে পারে, অষ্ট্রিয়ান্ সেনাপতি তাহা কল্পনাও করেন নাই। নেপোলিয়ন সৈন্যদিগকে সেতু আরোহণ করিতে হুকুম দিলেন। একদল সৈন্য কামানের গোলায় উড়িয়া গেল, আর একদল আরোহণ করিল,—সেই দলও উড়িয়া গেল। এই ভাবে মরিতে মরিতে সৈন্যেরা যখন সেতুর মধ্যখানে গিয়াছে তখন এমন ভীষণ গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল যে সৈন্যেরা হটিবার উপক্রম করিল। নেপোলিয়ন তখন হাতে একটি পতাকা লইয়া নিজে সকলের আগে অগ্রসর হইলেন এবং সৈন্যগণকে বলিলেন, "এসো,

তোমাদের সেনাপতির সঙ্গে অগ্রসর হও।" লানেস্ নামক একজন বীর সর্ব্বপ্রথম সেতুটি পার হইলেন, তারপর নেপোলিয়ন পার হইলেন, তাঁহাদের পশ্চাতে সমগ্র ফরাসীসৈন্য অগ্রসর হইল। এদিকে নেপোলিয়নের কৌশলমত একদল সৈন্য অনেক দূরে এক জায়গায় নদী পার হইয়া অষ্ট্রিয়ার সৈন্যকে পশ্চাৎদিক হইতে আক্রমণ করিল। দুই দলের মাঝখানে পড়িয়া অষ্ট্রিয়ান্‌রা হারিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশরে

এই বিজয়ের পর নেপোলিয়ন যখন প্যারিসে ফিরিয়া গেলেন তখন সকলে তাঁহাকে সসম্মানে অভিনন্দন করিল। যে রাস্তার উপর তাঁহার বাসা ছিল সেই রাস্তার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম রাখা হইল—"বিজয় সড়ক।" কর্ত্তৃপক্ষগণ নেপোলিয়নের এই গৌরবে কিছু ভয় পাইলেন। তাঁহাদের মনে একটু হিংসার ভাবও ছিল, কেননা যেখানেই তাঁহারা যাইতেন সেখানেই লোকেরা আসিয়া ইটালি-বিজেতা নেপোলিয়নকে সম্মান প্রদর্শন করিত, তাঁহাদিগকে করিত না। সৈন্যদলের প্রত্যেক সৈনিক বলিত, "কর্ত্তাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আমাদের ছোট্ট সেনাপতিকে রাজা করিবার দিন আসিয়াছে।"

ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের তখন খুব ঝগড়া। ইংলণ্ডকে জব্দ করিবার একটা উপায় নেপোলিয়ন অনেক দিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। উপায়টি হইল মিশর জয় করিয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা; তাহা হইলে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষ ও অনান্য পূর্ব্ব-দেশ সমূহের যে বাণিজ্য চলিত তাহার অনিষ্ট করা খুবই সহজ হইবে।

সুতরাং ফরাসী গভর্ণমেণ্ট নেপোলিয়নকে মিশরে পাঠাইলেন। গভর্ণমেণ্ট নেপোলিয়নকে তখন ভয়ের চোখে দেখিতেন, সুতরাং তাঁহাকে তখন কোনো উপায়ে বিদেশে পাঠাইতে পারিলে তাঁহারা বাঁচেন। সেই জন্য নেপোলিয়নের মিশর-যাত্রায় কেহ আপত্তি করিল না। নেপোলিয়ন খুব ভাল বাছাই করা কুড়ি হাজার সৈন্য লইলেন এবং খুব ভাল কতকগুলি কর্ম্মচারী লইলেন। নেপোলিয়ন এ সমস্ত কাজ যথাসম্ভব গোপনে করিতেছিলেন, কিন্তু ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কি করিয়া যেন সমস্ত খবর পাইলেন। তাই তাঁহারা ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌ-সেনাপতি নেল্‌সেন্‌কে (Nelson) ভূমধ্য-সাগরে পাঠাইলেন।

মে মাসে ফরাসী রণতরী যখন মিশরের দিকে যাত্রা করিবে, তখন প্রকাণ্ড একটা ঝড় হইয়া গেল। সেই ঝড়ে ইংরেজদের কতকগুলি যুদ্ধ জাহাজের এত ক্ষতি হইল যে, নেল্‌সন্‌ মেরামতের জন্য সেগুলি সার্ডিনিয়া দ্বীপের একটি পোতাশ্রয়ে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। নেপোলিয়ন দেখিলেন মিশরের পথ এইবার পরিষ্কার হইয়াছে, সুতরাং তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া যাত্রা করিলেন। নোপোলিয়ন টুলন্‌ হইতে রওনা হইয়াছেন জানিয়াই নেল্‌সন্‌ তাঁহার সন্ধানে যাত্রা করিলেন এবং সমস্ত ভূমধ্য-সাগর আঁতিপাঁতি করিয়া তাঁহাকে খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ পাইলেন না। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন মাণ্টাদ্বীপ দখল করিয়া সেখানে একদল ফরাসীসৈন্য মোতায়েন করিয়া মিশরের দিকে যাত্রা করিলেন। ৩০শে জুন সন্ধ্যার সময় তিনি আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে পৌঁছিলেন। সেখানে তখন এমন ঝড় বহিতেছিল যে পাহাড়ের মত উঁচু এক একটা ঢেউ গিয়া তীরে লাগিতেছিল। এমন সময়ে নেপোলিয়ন দূরে একটা জাহাজের পাল দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, বুঝিবা ইংরাজরণতরী তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি সেই ঝড়ের মধ্যেই সৈন্যদিগকে তীরে অবতরণ করিতে

হুকুম দিলেন। সেই ঝড়ে অন্ধকারের মধ্যে অনেক সৈন্য ঢেউয়ে ভাসিয়া গেল।

সেই রাত্রেই নেপোলিয়ন আলেক্জান্দ্রিয়া আক্রমণ করিলেন। নগরের অধিবাসিগণ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছিল, বন্দুকের শব্দে তাহারা জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিয়া নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে তাহারা খুব যুদ্ধ করিল, কিন্তু যুদ্ধে তাহারা হারিয়া গেল। নেপোলিয়ন নগরের উপর বিজয় পতাকা উড়াইয়া দিলেন।

জুলাই মাসে নেপোলিয়ন আলেক্জান্দ্রিয়া হইতে কাইরো রওনা হইলেন। কাইরো মিশরের রাজধানী, আলেক্জান্দ্রিয়া হইতে অনেক দূরে এবং সেখানে যাওয়ার পথ অত্যন্ত খারাপ। জনপ্রাণীহীন, অনুর্ব্বর মাঠের মধ্য দিয়া, বালু-ধূ-ধূ-করা মরুভূমির মধ্য দিয়া কাইরো নগরে যাইতে হয়। নেপোলিয়নের সৈন্যেরা অনেকেই এখানে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; ইটালিতে তাহারা অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে পারিয়াছে, কারণ সেখানে যেখানেই গিয়াছে সেখানেই প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় পাইয়াছে, কিন্তু এখন চারিদিকে কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন দেখা যায় না, ক্ষুধার সময় খাদ্য পাওয়া যায় না, পিপাসায় সময় জল পাওয়া যায় না। তাহারা দিনের পর দিন মরুভূমির মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল, তাহাদের পায় ফোস্কা পড়িয়া গেল, পিপাসায় গলা শুকাইয়া গেল, ক্ষুধার যন্ত্রণা দুঃসহ হইয়া উঠিল। মরুভূমির বালু দুপুর বেলা আগুণের মত গরম হইয়া উঠে, রাত্রে মশা মাছির কামড়ে সৈন্যেরা অস্থির হইয়া উঠে। এত কষ্ট সৈন্য ও কর্ম্মচারীরা কেহই সহ্য করিতে পারিল না। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে তাহারা শরীরের জামা খুলিয়া কেবল হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু নেপোলিয়ন একেবারে অচল, অটল; শত গরমের মধ্যেও তাঁহার কোটের বোতাম গলা পর্য্যন্ত আঁটা। তাঁর শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, ক্লান্তি নাই, মুখে একটি কথা পর্য্যন্ত নাই। •

অনেক সৈন্য পথে মরিয়া পড়িতে লাগিল। একেক দল আরব সৈন্য হঠাৎ একেক দিক হইতে আসিয়া কতগুলি সৈন্য বধ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। সকলেই মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। এই পথ যে কোনো দিন ফুরাইবে তাহা কাহারও মনে হইল না। কাইরো নামে কোনো সহর আছে কি না, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ জন্মিল। নেপোলিয়নের প্রতি এ পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাস হারায় নাই, এইবার তাঁহার প্রতি অনেকের অবিশ্বাসের ভাব আসিল।

প্রায় পনর দিন পর মরুভূমির পরপারে কতগুলি খুব উঁচু মাঠের মত কি যেন অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। সকলে বুঝিতে পারিল ঐগুলি "পিরামিড্"। ঐখানে মিশরের সৈন্য "মেমেলিউক"গণ দাঁড়াইয়া ছিল। মিশরের সৈন্যদিগকে "মেমেলিউক" বলা হইত। তাহারা শুনিয়াছিল যে নেপোলিয়ন তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাই পূর্ব্ব হইতেই তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন, মেমেলিউকদের কতগুলি কামান আছে, কিন্তু কামানের নীচে চাকা নাই, সুতরাং সেগুলি ইচ্ছামত সকল দিকে ঘুরান যায় না। নেপোলিয়ন তাঁহার সৈন্যগণকে এমনভাবে সাজাইলেন যে শত্রুদের কামান হইতে সেদিকে গুলি চালান যায় না; কাজেই মেমেলিউকগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিল না। তবু তাহারা খুব যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন তাহাদের বন্দুক দিয়া গুলি করিবার শক্তি রহিল না, তখন তাহারা বন্দুকের বাঁট দিয়া ফরাসীদের মাথায় ও মুখে প্রহার করিতে লাগিল। এমন কি যাহারা হাঁটিতে পারে না, তাহারা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া যাহাকে পাইল তাহার বুকেই ছুরী বসাইয়া দিতে লাগিল। ফরাসীরাও তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। ফরাসীদের ভয়ে অনেকে নীল নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা পলাইয়া গেল তাহারা নেপোলিয়নের বীরত্ব

কাহিনী দেশময় প্রচার করিতে লাগিল। নেপোলিয়নকে তাহারা "সুলতান কেবির" অর্থাৎ অগ্নিরাজ উপাধি প্রদান করিয়াছিল।

পিরামিডের যুদ্ধের চার দিন পর নেপোলিয়ন কাইরোতে প্রবেশ করিলেন। কাইরোতে কয়েক মাস তিনি রীতিমত রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে রাজত্ব বেশী দিন টিকিল না। নেল্‌সান্‌ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে মিশরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলনদের মুখে ফরাসী রণতরীর সঙ্গে ইংরেজ রণতরীর যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে নেল্‌সান্‌ জয়লাভ করিলেন। এই সংবাদ যখন কাইরোতে নেপোলিয়নের নিকট পৌঁছিল তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন।

এই যুদ্ধের ফলে তুর্কিদের ভয় চলিয়া গেল। নেপোলিয়ন শুনিলেন, তাহাদের সৈন্যেরা নাকি সিরিয়াতে আসিতেছে। তিনি সিরিয়ার দিকে যাত্রা করিলেন; আবার সেই দুর্গম পথ, সেই কষ্ট, সেই অসুবিধা ভোগ করিয়া তাঁহার সৈন্যদল যুদ্ধযাত্রা করিল। পথে ছোট ছোট অনেক যুদ্ধ করিয়া, দুই চারিটা সহর দখল করিয়া, অবশেষে তাঁহারা একার নগরে পৌঁছিলেন। একারের রাজা ছিলেন তখন জেসার পাশা; তিনি এমন নিষ্ঠুর ছিলেন যে লোকে তাঁহাকে "চামার" বলিত। নেপোলিয়ন সন্ধি করিবার জন্য তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইলেন; দূত জেসার পাশার সম্মুখে যাওয়া মাত্র তিনি তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিলেন এবং তাহার মৃতদেহ একটা ছালায় ভরিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। কাজেই নেপোলিয়নকে একার অবরোধ করিতে হইল।

একারের তুর্কিগণকে স্যার সিড্‌নী স্মিথ্‌ (Sir Sidney Smith) নামক একজন ইংরেজ কাপ্তেন খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। ফরাসীদের যুদ্ধজাহাজগুলি তিনি পথেই আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন; সেই সমস্ত জাহাজে নেপোলিয়নের বড় বড় কামান ছিল, সেগুলি না পাওয়াতে নেপোলিয়ন একারের দেয়ালগুলি ভাঙ্গিতে পারিলেন না।

একিকে সিড্‌নী স্মিথ্ জাহাজে বসিয়া ফরাসী সৈন্যদের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। স্মিথের সাহায্য না পাইলে তুর্কিগণ নেপোলিয়নের কিছুই করিতে পারিত না।

এদিকে ফরাসীসৈন্যদের মধ্যে প্লেগ আসিয়া দেখা দিল, সুতরাং নেপোলিয়নকে সদলবলে সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। নেপো-লিয়ন বলিয়াছেন, "যদি একারের পতন হইত তাহা হইলে পৃথিবীর ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারিতাম।" মে মাসের এক অন্ধকার রাত্রে ফরাসী সেনা একারের অবরোধ তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের এই প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যাহারা যুদ্ধে আহত হইয়াছিল, অথবা ব্যারামে ভুগিতেছিল তাহাদের চলিবার ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং নিজেরাই তাহাদিগকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। অনেক সময় তাহারা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িত যে রোগীকে আর বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিত না, সুতরাং তাহারা পথের ধারে পড়িয়া মরিত অথবা তুর্কিদের হাতে বন্দী হইত। পিপাসায় কাতর হইয়া তাহারা কত সময় মরিচীকার পিছনে ঘুরিয়া মরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক সময় তাহারা জল পাইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা এত বিশ্রী যে তাহা পাওয়া না পাওয়া সমান। ইহার উপর আবার আরব ও তুর্কিগণ আসিয়া তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে লাগিল। যাহা'হোক' সকলে আসিয়া অবশেষে আবার কাইরোতে পৌছিল এবং নেপোলিয়ন এখানে কিছুদিন অবস্থান করিলেন। আবুকীর উপসাগরে তুর্কিদের সঙ্গে তাঁহার আবার যুদ্ধ হইল; এই যুদ্ধে তিনি তুর্কিগণকে পরাজিত করিয়া একারে পরাজিত হওয়ার শোধ তুলিলেন।

এতদিন তিনি দেশের কোনো খবরই রাখিতে পারেন নাই, বহুদিন পর কতগুলি পুরাতন পত্রিকা পড়িয়া জানিতে পারিলেন যে সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ইটালি আবার স্বাধীন হইয়াছে;

তিনি যে সব দেশ জয় করিয়াছিলেন, সেগুলি ছুটিয়া গিয়াছে। নেপোলিয়ন বলিলেন, "মূর্খেরা ইটালি ত হারাইয়াছে বটেই, আমার সকল দেশ-জয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিয়াছে। আমাকে এখন মিশর ত্যাগ না করিলে চলিতেছে না।"

কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া দেশে ফিরিবার মত এত জাহাজ সেখানে ছিল না, তাই নেপোলিয়ন ঠিক করিলেন, তিনি কেবল মাত্র ৫০০ সৈন্য লইয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন। তাঁহার সৈন্যেরা ইহা শুনিলে মনে করিবে যে বুঝিবা তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাই একথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না। সমস্ত সৈন্য-গণকে একজন সেনাপতির হাতে রাখিয়া তিনি ও পাঁচশত সৈন্য এক অন্ধকার রাত্রে দুই খানি জাহাজে উঠিয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কন্‌সাল্‌

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ফিরিয়া গেলে সকলে তাঁহাকে খুব আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিল। যখন তিনি প্যারিসে প্রবেশ করিলেন তখন নগরে একটা হুলস্থূল কাণ্ড আরম্ভ হইল। বাড়ীতে বাড়ীতে আলো জ্বলিয়া উঠিল, শত সহস্র বন্দুক কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল; থিয়েটারে কিছুকালের জন্য অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল, সঙ্গীতালয়ে গান থামিয়া গেল, ম্যানেজার দর্শক ও শ্রোতাগণের নিকট নেপোলিয়নের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। নগরের পথে পথে সহস্র কণ্ঠ একসঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল "নেপোলিয়ন কি জয়।"

দেশে তখন সুশাসন ছিল না, প্রজাগণ ভাল শাসনের জন্য

লালায়িত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন স্থির করিলেন, দেশকে এই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা হইতে বাঁচাইতে হইবে। তিনি যে এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানিতেন। নিজের শক্তির উপর নেপোলিয়নের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ফরাসী জাতিকে শাসন করিবার ক্ষমতা যে তাঁহার আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিল তাহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। অনেক গোলমালের পর নেপোলিয়নের জয় হইল এবং তিনি "কন্‌সাল্" হইলেন।

'কন্‌সাল্' কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা নাই। যে দেশে রাজা থাকে না সেই দেশের শাসনভার কয়েক জন লোকের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হয়, তাহাদিগকে 'কন্‌সাল্' বলে। এক এক জন কন্‌সালের উপর এক এক প্রকার কাজের ভার থাকে। নেপোলিয়নের সময় তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন 'কন্‌সাল্' নিযুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা শুধু নামে মাত্রই 'কন্‌সাল্'—নেপোলিয়ন একাই সমস্ত দেশ শাসন করিতেন। ফ্রান্স আট বৎসর যাবৎ ঘোর অশান্তিতে ছিল, আট বৎসর পর নেপোলিয়নের হাতে কিছুদিনের জন্য শান্তিলাভ করিল।

ফরাসীর চারি সীমান্তে তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল। ব্রিটেন্ ও অষ্ট্রিয়াই ছিল তাঁহার প্রধান শত্রু। নেপোলিয়ন ঠিক করিলেন, তিনি অষ্ট্রিয়াকে এমন ভাবে ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন যে সমস্ত ইওরোপ বোনাপার্টির নামে কাঁপিয়া উঠিবে। নেপোলিয়ন সঙ্কল্প করিলেন যে তিনি এমন সব কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, যাহা দেখিয়া সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইবে, জগতের সকল জাতি স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

ইটালিতে তাঁহার সেনাপতি 'মাসেনা' তখন পর্য্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জেনোয়াতে ছিলেন, তখন এক

দিকে ইংরেজ রণতরী ও অন্যদিকে অষ্ট্রিয়ান্‌ সৈন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। এই ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া খাদ্যাভাবে সকলে মরিতে বসিল। অষ্ট্রিয়ান্‌রা মনে করিল, তাহাদের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে আর বেশী বিলম্ব নাই, তাহারা শীঘ্রই প্যারিসে বসিয়া খানা খাইতে পারিবে।

এদিকে ইটালিতে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য নেপোলিয়ন তিন মাস যাবৎ সৈন্যসংগ্রহ করিতেছিলেন। কিছু কিছু সৈন্য তিনি ক্রমে ক্রমে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে পাঠাইয়াও দিয়াছিলেন। স্থলপথে ইটালিতে যাইতে হইলে আল্পস্‌ পর্ব্বত পার হইয়া যাইতে হয়, কিন্তু আল্পস্‌ পার হওয়া সহজ কথা নয়। ইওরোপের মধ্যে উহা সর্ব্বাপেক্ষা বড় পর্ব্বত; হিমালয় হইতে ছোট হইলেও উহা হিমালয় অপেক্ষা বেশী ঠাণ্ডা ও ভয়ানক। উহার ভিতরে পথ-ঘাট খুব কম, যাহা আছে তাহাও অত্যন্ত খাড়া। সেই সকল পার্ব্বত্য পথ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নেপো-লিয়ন দুইজন এঞ্জিনিয়ারকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। পরীক্ষা হইয়া গেলে নেপোলিয়ন একজন এঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পার হওয়া সম্ভব হবে?" এঞ্জিনিয়ার বলিলেন, "সম্ভাবনা বড় কম।" নেপোলিয়ন বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্‌।"

এই বলিয়া তিনি আল্পস্‌ আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সে যে কি ভীষণ কাণ্ড তাহা ধারণা করাও কঠিন। ইংলণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার লোক নেপোলিয়নের এই সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল; সকলেই মনে করিয়াছিল ইহা অসম্ভব, কিন্তু নেপোলিয়নের অভিধানে অসম্ভব বলিয়া কোনো শব্দ ছিল না। কাঁধে গাটুরী ঝুলাইয়া হাতে বন্দুক লইয়া সৈন্যগণ পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। পথ অত্যন্ত দুর্গম, স্থানে স্থানে পথের রেখা পর্য্যন্ত নাই; সে পথে গাড়ী চলে না, কামানের চাকা চলে না। নেপোলিয়ন কামানগুলি চাকা হইতে খুলিয়া ফেলিলেন; খুব বড় বড় গাছ কাটিয়া ভিতরটা কুঁদিয়া

তাহার মধ্যে কামানগুলি ভরিলেন, সৈন্যেরা সেইগুলি বরফের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গেল। গাড়ীর চাকাগুলি খুলিয়া সৈন্যেরা তাহা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সৈন্যদের রসদের বোঝা গাধার পিঠে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ সেখানকার গাধাগুলি বেশ পাহাড়ে চড়িতে পারিত। কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্যগণ ঘোড়ার পিঠে উঠিয়া চলিতে পারিতেছিল না, তাই তাহারা মাটিতে নামিয়া ঘোড়াগুলিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এইভাবে সকলে পাঁচদিন চলিল। মানুষ, ঘোড়া ও গাধার অবিশ্রান্ত স্রোত আল্পসের সেই তুষার রাশির মধ্য-দিয়া নীরবে চলিতে লাগিল,—থাকিয়া থাকিয়া শুধু অশ্বখুরের শব্দ, অস্ত্রের শব্দ এবং রণ-ভেরীর শব্দ শুনা যাইতেছিল। উঠিয়া পড়িয়া, গড়াইয়া হাঁপাইয়া অবশেষে তাহারা আল্পসের চূড়াতে গিয়া পৌঁছিল। এইখানে প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেণ্টবার্ণার্ড নামক একজন সাধু একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সেখানে অনেক সন্ন্যাসী থাকেন। যাহারা পর্ব্বতে আরোহণ করিতে গিয়া বিপদে পড়ে, তাহা-দিগকে সাহায্য করা ইঁহাদের কাজ। ইঁহাদের নিকট এমন সুন্দর সুন্দর কুকুর থাকে যে সেই কুকুরগুলি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ও বিপদগ্রস্ত লোককে মঠে লইয়া আসে; পথিক যদি অজ্ঞান হইয়া কিম্বা মরিয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কুকুর তাহাকে পিঠে বহন করিয়া লইয়া আসে।

সৈন্যেরা সেইখানে পৌঁছিলে মঠের সন্ন্যাসীরা তাহাদিগকে খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিল। নেপোলিয়ন আগেই সে সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সৈন্যদের খাদ্য, পানীয় ও কাপড়চোপড় প্রচুর পরিমাণে ছিল। ৪০,০০০ সৈন্যের জন্য এমন বন্দোবস্ত করা সহজ কথা নয়, পাহাড়ের দুইদিকে দুইটি হাঁসপাতাল খোলা হইয়াছিল; অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস মেরামত করিবার জন্য একদল কারিগর নেপোলিয়ন

আগেই পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা আল্পস্‌ শৃঙ্গের অপর পার্শ্বে দোকান খুলিয়া বসিয়াছিল। সৈন্যদের বন্দুক, কামান, গাড়ী প্রভৃতি যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছিল, তাহারা সব মেরামত করিয়া দিল।

নেপোলিয়ন সকলের পিছনে ছিলেন। সমস্ত সৈন্যগণকে রওনা করিয়া দিয়া সকলের শেষে তিনি পর্ব্বতারোহণ আরম্ভ করিলেন। একটি গাধার পিঠে গম্ভীর মূর্ত্তিতে তিনি বসিয়াছিলেন আর একজন চাষা তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। সে যে নেপোলিয়নের 'গাইড্‌' হইয়া চলিয়াছে একথা বেচারী জানিত না। পথে যাইতে যাইতে সে তাহার মনের সকল কথা নেপোলিয়নকে বলিয়া ফেলিয়াছিল। সে একটি মেয়েকে বিবাহ করিবে সঙ্কল্প করিয়াছিল, কিন্তু বেচারী এত গরীব যে ইচ্ছাকে সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছিল না। নেপোলিয়ন তাহাকে বিদায় দিবার সময় এক টুক্‌রা কাগজে একটা পেন্সিল দিয়া দুই লাইন লিখিয়া উহার হাতে দিলেন, সে সেই কাগজখানি একজন রাজ-কর্ম্মচারীকে নিয়া দেখাইল এবং তাহার ফলে প্রচুর ধনসম্পত্তি পাইল।

পর্ব্বত হইতে নামিলে পর তাহাদের আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। পথে অষ্ট্রিয়ান্‌দের একটি দুর্গ পড়িল, সেই দুর্গটি ছোট হইলেও তাহা পার হইয়া যাওয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ উহার কাছে যে পথটি ছিল তাহা এত সঙ্কীর্ণ যে, এক সঙ্গে বেশী সৈন্য গিয়া তাহা আক্রমণ করিতে পারিত না। ফরাসীরা অনেক যুদ্ধ করিল, কিন্তু কিছুতেই দুর্গ দখল করিতে পারিল না। দুর্গটি পাহাড়ের উপর এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে, কেবলমাত্র ৪০০ অষ্ট্রিয়ান্‌ সৈন্যই তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। নেপোলিয়ন দেখিলেন এখানে বেশী সৈন্য ক্ষয় করিয়া লাভ নাই, সুতরাং কি উপায়ে ফাঁকি দিয়া এখান হইতে পলায়ন করা যায়, তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল, দুর্গের পাশ দিয়া একটি

গো-বাট চলিয়াছে, দুর্গ হইতে গুলি করিলে সেখান পর্য্যন্ত গিয়া পৌছে না। নেপোলিয়ন সৈন্যদিগকে সেই পথে একজন একজন করিয়া পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু পথটি এত ছোট যে সেখান দিয়া কামান, গোলা-গুলি ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাওয়া যায় না। তাই রাত্রে তিনি কতকগুলি সৈন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা গ্রামের সমস্ত পথে খড় বিছাইয়া দিল, একদিকে অন্যান্য সৈন্যেরা কামান, বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রগুলিকেও খড় দিয়া মুড়িল, কাজেই অষ্ট্রিয়ান্‌রা যখন নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে নেপোলিয়ন তখন নিঃশব্দে গ্রাম পার হইয়া গেলেন; পথে চাকার ঘর্ঘর শব্দ হইল না, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠোকাঠুকি হইয়া টুং টাং শব্দও হইল না। অষ্ট্রিয়ান্ সেনাপতি পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দেখিলেন—নেপোলিয়ন চলিয়া গিয়াছে।

ইহার পর নেপোলিয়নের সৈন্যদল নদীর স্রোতের মত ইটালিতে গিয়া পড়িল। জেনোয়ার মাসেনা শুনিলেন, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য আসিতেছে। সকলে আবার আশায় বুক বাঁধিল, কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তথাপি কেহ সাহায্য করিতে আসিল না। অবশেষে এমন অবস্থা হইল যে ঘাস ও পায়ের জুতা ছাড়া তাহাদের অন্য কোন প্রকার খাদ্য রহিল না। মাসেনা বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। ইংরেজ সেনাপতি কেইথ্ বলিলেন "আপনি এমন বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছেন যে আপনাকে বন্দী করা কাপুরুষতা।" তাই মাসেনা ও তাঁহার সৈন্যগণকে তিনি সসম্মানে ছাড়িয়া দিলেন।

নেপোলিয়ন এদিকে জেনোয়ার আশা ছাড়িয়া দিয়া খুব বড় রকম একটা যুদ্ধের আয়োজন করিলেন, সেই যুদ্ধ হইল ম্যারেঙ্গোতে, অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যদের সঙ্গে। ১৪ই জুন সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল। অষ্ট্রিয়ান্‌রা সংখ্যায় ফরাসীদের দ্বিগুণ ছিল, সুতরাং নেপোলিয়ন সহজে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিলেন না। ফরাসীরা দুইবার হটিয়া

গেল। বেলা ৩টার সময় অষ্ট্রিয়ার বৃদ্ধ সেনাপতি মেলাস্‌ মনে করিলেন, যুদ্ধে তাঁহার জয় হইয়াছে, তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন। ইহার অল্পকাল পরেই নেপোলিয়নের প্রিয় সেনাপতি 'দেশাই' (Desaix) তাঁহার সৈন্যদল লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। ফরাসীদের দুরবস্থা দেখিয়া নেপোলিয়নকে বলিলেন, "যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।" নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "যুদ্ধে আমাদের জয় হয়েছে।" তাঁহার আদেশমত ফরাসী সৈনা সেই মুহূর্ত্তে অষ্ট্রিয়ান্‌ সৈন্যকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে ভীষণভাবে আক্রমণ করিল, অষ্ট্রিয়ান্‌রা ছত্রভঙ্গ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল, নেপোলিয়ন জয়ী হইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে 'দেশাই'র মৃত্যু হইল। দেশাইর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নেপোলিয়ন পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছিল, "উঃ, আমার চোখে জল আসে না কেন? এ যে বড় বেশী মূল্য দিয়ে এই জয় লাভ হ'ল।" এই যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, ইহার পর দিনই তাহারা নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করিয়া ফেলিল, সেই সন্ধি অনুসারে নেপোলিয়ন সমস্ত উত্তর-ইটালি দখল করিলেন।

সমস্ত জগতকে এই ভাবে স্তম্ভিত করিয়া নেপোলিয়ন দুই মাসের মধ্যে আবার প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার যশ চারিদিক ছড়াইয়া পড়িল। প্যারিসের পথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল; প্যারিসের বাড়ীতে বাড়ীতে তাঁহার সম্মানার্থে প্রতি রাত্রে দীপালি হইতে লাগিল। নেপোলিয়নকে এক বার দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাসাদের চারিদিকে অসংখ্য লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। নেপোলিয়ন বলিলেন "এ রকম আর ২।৪টা যুদ্ধ জিতিতে পারিলেই আমার নাম অমর হইয়া থাকিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সম্রাট্

সমস্ত ইওরোপের সঙ্গে ফ্রান্সের সন্ধি হইয়া গেল, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নেপোলিয়ন শান্তিতে রাজত্ব করিলেন। তিনি খুব ভাল শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং এই কয় বৎসর ধরিয়া তিনি দেশের হিতকর অনেক কাজ করিয়াছিলেন। এই সময়টাই তাঁহার জীবনের খুব ভাল সময়, ইহার পর আর এতটা সুখসমৃদ্ধি তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

নেপোলিয়ন প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য কন্‌সাল্ হইয়াছিলেন, তারপর তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য কন্‌সাল্ করিয়া দেওয়া হইল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে নেপোলিয়নকে ফরাসীর সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

সেই "লিট্‌ল্ কর্পোরাল্" (Little Corporal) আমাদের সেই "ছোট্ট সৈনিক"—যে একদিন প্যারিসের পথে পথে ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—আজ সে সমগ্র দেশের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—তাঁহার মত বীর ও শক্তিশালী আজ সমস্ত ফরাসীর মধ্যে আর কে?

সম্রাট্ উপাধি লওয়ার সময় তাঁহার অভিষেক ক্রিয়াটী সম্পন্ন হয় নাই, তাহা বাকী ছিল, এখন তাহারই আয়োজন হইতে লাগিল।

নেপোলিয়ন মনে করিলেন যে, রোমের "পোপ" আসিয়া যদি তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া যান তাহা হইলেই ভাল হয়। "পোপ" তখনকার দিনে সমস্ত খৃষ্টানদের ধর্ম্মরাজ ছিলেন; তিনি রোমে থাকিতেন এবং সমস্ত খৃষ্টানদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইওরোপের সমস্ত রাজারাও তাঁহাকে মানিয়া চলিত। ধর্ম্মজগতে তাঁহার উপরে অন্য কোন কর্ত্তা ছিল না। সুতরাং নেপোলিয়ন মনে করিলেন যে "পোপ" আসিয়া যদি তাঁহাকে সম্রাট্ পদে বরণ করিয়া যান, তাহা

হইলে তাঁহার সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিবে না। সেই অনুসারে নেপোলিয়ন পোপকে ডাকিয়া আনার জন্য রোমে একজন বন্ধুকে পাঠাইয়া দিলেন। পোপ সপ্তম পায়াসের (Pope Pius vii) ইচ্ছা ছিল না যে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে ইওরোপের সমস্ত রাজারাই নেপোলিয়নকে ফরাসী সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আপত্তি না করিয়া প্যারিসে রওনা হইয়া গেলেন। ২রা ডিসেম্বর নেপোলিয়নের অভিষেক হইয়া গেল। সেদিন বড় ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল, শীতে ও বরফে প্যারিস্ নগর আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল; তবু সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী যখন গাড়ী হাঁকাইয়া "নটারডেম্" গির্জ্জায় গমন করেন, তখন তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

গির্জ্জায়ও অনেক লোকের ভিড় হইয়াছিল। বহুমূল্য পোষাক ও অলঙ্কার পরা অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলারাও সেখানে আসিয়াছিলেন। সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী গির্জ্জায় পৌঁছিলে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল—"সম্রাটের জয় হোক।" সেই মুহূর্ত্তে গির্জ্জার অর্গ্যান বাজিয়া উঠিল, গায়কদল গান ধরিল, লোকজন ব্যগ্রভাবে সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিল। অবশেষে পোপ যখন নেপোলিয়নের মাথায় মুকুট পরাইতে গেলেন তখন তিনি হঠাৎ পোপের হাত হইতে মুকুটটী লইয়া নিজেই নিজের মাথায় পরিলেন এবং কিছুক্ষণ পর মাথা হইতে উহা লইয়া রাণীর মাথায় পরাইয়া দিলেন এবং রাণীর মাথা হইতে মুকুটটী একটা আসনের উপরে রাখিলেন। সকলেই কিছু অবাক হইল। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে নেপোলিয়ন ইটালিতে গেলেন এবং মিলানের গির্জ্জাতে আবার তাঁহার অভিষেক হইল। এবার তিনি ইটালির রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন। পোপ দেখিলেন, নেপোলিয়নের নিকট বিশেষ কোন লাভের

আশা নাই সুতরাং এবার আর কোনমতেই অভিষেক-সভায় গমন করিলেন না।

নেপোলিয়নের ক্ষমতা এইভাবে দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া ইওরোপের সকল রাজারা ভয় পাইয়া গেলেন। নেপোলিয়ন কবে যে কাহার রাজ্যে গিয়া আক্রমণ করেন তাহার ঠিকানা নাই, সুতরাং তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহারা সকলে একটা দল পাকাইলেন। সকলেই সেই দলে যোগদান করিলেন, কিন্তু স্পেনের রাজা যোগ দিলেন না। স্পেনের সঙ্গে ব্রিটেনের শত্রুতা ছিল, তাই স্পেন ফরাসীদের পক্ষে চলিয়া গেল। আবার মহাদেশে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল।

রাশিয়ার জার (Czar) খুব বড় একদল সৈন্য অষ্ট্রিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সৈন্যেরা মিলিত হইয়া একসঙ্গে ফ্রান্সে গিয়া উঠিবার কথা ছিল, কিন্তু রাশিয়ার সৈন্য অষ্ট্রিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ব্বেই অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। নেপোলিয়নও এমন ফন্দী আঁটিলেন, যাহাতে শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহাকে ফরাসী দেশে আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে। তাই তিনি শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য জার্ম্মানীতে অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং অষ্ট্রিয়ান-দিগকে "আল্‌ম্‌" নগরে অবরোধ করিলেন। অষ্ট্রিয়ার সেনাপতি ম্যাক্ ভীরু ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি একটু বেশ বোকা ছিলেন। তাই যদিও তাঁহার হাতে খাদ্যদ্রব্য ও গোলাগুলি প্রভৃতি কোনো জিনিসেরই অভাব ছিল না, তবু ছয় দিনের অবরোধেই তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন।

অষ্ট্রিয়ান্‌রা প্রত্যেক যুদ্ধেই হারিতে লাগিল। নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অষ্ট্রিয়ার রাজা ফ্রান্‌সিস্ নগর ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন, নেপোলিয়ন রাজপ্রাসাদে রাজার মত বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন সময় খবর আসিল যে 'ট্রাফেল্‌-গার'এর যুদ্ধে ফরাসী ও স্পেনিস্ রণবাহিনী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

নেপোলিয়ন দেখিলেন যে, তিনি যেখানে যাইতে পারেন না সেখানেই যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "সব জায়গায়ই ত আর আমি যেতে পারি না।" এই পরাজয়-সংবাদে নেপোলিয়নের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা আরো বাড়িয়া গেল; তিনি ঠিক করিলেন, জলযুদ্ধে যে ক্ষতি হইয়াছে, স্থলযুদ্ধে তাহা পূরণ করিয়া লইবেন। অষ্ট্রিয়ান্ সৈন্যদল ত ইতিপূর্ব্বেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, বাকী আছে শুধু রাশিয়া; নেপোলিয়ন মনে করিলেন, এবার রাশিয়াকে ভাল রকম শিক্ষা দিতে হইবে।

অষ্টালিজে প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইল, ইহাকে "তিন সম্রাটের লড়াই" বলা হয়, কারণ এই যুদ্ধে রাশিয়া, ফরাসী ও জার্ম্মেনীর সম্রাট্ উপস্থিত ছিলেন। রাশিয়া ও জার্ম্মেনীর সম্রাট্ এক পক্ষে ছিলেন, ফরাসীর সম্রাট্ নেপোলিয়ন অন্যপক্ষে ছিলেন। সমস্ত দিন দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল, এমন যুদ্ধ খুব কমই হইয়া থাকে। উহাতে এত মারামারি কাটাকাটি হইয়াছিল যে ইহাকে যুদ্ধ না বলিয়া "কসাইদের লড়াই" বলিলেও চলে। যাহা হোক, সন্ধ্যার পর অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মেনীর সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, ২০,০০০ অষ্ট্রিয়ান্‌কে নেপোলিয়ন বন্দী করিলেন।

ইহার পর অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের সন্ধি হইয়া গেল, রাশিয়ান্‌রা তাহাদের দেশে চলিয়া গেল, নেপোলিয়ন বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু এই প্রকাণ্ড রাজ্য তিনি একা ভোগ না করিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাই জোসেফ্‌কে নেপল্‌সের রাজা করিয়া দিলেন, তাঁহার আর এক ভাই লুইকে হল্যাণ্ডের রাজা করিয়া দিলেন, নেপোলিয়নের ভগ্নীপতি সেনাপতি মুরাটকে বার্গের শাসনভার অর্পণ করিলেন। নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কেউ গরীব না থাকে—বড় বড়

রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয় এবং পরিবারের লোকজন যতটা সম্ভব বড় হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইউজেনকে ব্যাভিরিয়ার রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার ভাই জেরোম্‌কে উর্টেম্‌বার্গের রাজকন্যা বিবাহ করাইয়াছিলেন। নিজের গৌরব বাড়াইবার জন্য নেপোলিয়ন চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রাশিয়ায়

ইহার পর প্রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের যুদ্ধ বাধিল। জেনার নিকটে দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। নেপোলিয়নের অধীনে প্রায় ৮৩,০০০ সৈন্য ছিল, প্রাশিয়ার সৈন্য উহার অর্দ্ধেকেরও কম ছিল, সুতরাং প্রাশিয়ান্‌রা বেজায় রকম হারিয়া গেল। সেই দিন ঠিক সেই সময়েই জেনা হইতে ১৫ মাইল দূরে আরষ্ট্যাটে আরেকটা যুদ্ধ হইতেছিল। সেই যুদ্ধে প্রাশিয়ার রাজা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে প্রাশিয়ান্‌দের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী ছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা হারিয়া গেল, ফরাসী সেনাপতি জয়লাভ করিলেন। একদিনেই প্রাশিয়ার ক্ষমতা চূর্ণ হইয়া গেল। নেপোলিয়ন ক্রমে ক্রমে প্রাশিয়ার সকল দুর্গ দখল করিলেন। নেপোলিয়নের নাম শুনিয়া কেহই আর যুদ্ধে জয়ী হইবার ভরসা রাখিত না, অল্পক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই পরাজয় স্বীকার করিত। এইজন্য প্রাশিয়ার দুর্গগুলি দখল করিতে নেপোলিয়নের বেশী সময় লাগে নাই, কিছুমাত্র বেগ পাইতেও হয় নাই।

নেপোলিয়ন বিজয়ী হইয়া রাজধানী বার্লিনে প্রবেশ করিলেন। প্রাশিয়ার রাজা সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু নেপোলিয়ন এত বেশী বেশী

দাবী করিয়া বসিলেন যে সন্ধি হইয়া উঠিল না। এদিকে রাশিয়া প্রাশিয়াকে সাহায্য করিতে আসিতেছিল, সুতরাং যুদ্ধ থামিয়াও থামিল না।

রাশিয়ান্‌দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য নেপোলিয়ন পো-ল্যাণ্ডে গেলেন। পো-ল্যাণ্ডে যাইতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। সেখানে শীত খুব বেশী, ফরাসীদের সঙ্গে যে পোষাক ছিল তাহাতে শীত নিবারণ হইল না। এদিকে ভাল খাবার পাওয়া যায় না, ঘোলাজল পান করিতে হয়, গরু-ভেড়া-শূকরের সঙ্গে একঘরে ঘুমাইতে হয়, রাস্তার কাদায় হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবিয়া যায়। ফরাসীরা ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল; কেউ কেউ বলিল, "এটা নাকি আবার একটা দেশ!"

এম্‌নি অবস্থায় নেপোলিয়ন পো-ল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশতে গিয়া পৌছিলেন এবং সেখানে একমাস কাল বিশ্রাম করিলেন। তার-পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল; রাশিয়ান্‌রা খুব যুদ্ধ করিল। ফরাসী সৈন্যেরা বলিয়াছিল, "রাশিয়ান্‌রা নাকি ষাঁড়ের মত লড়িয়াছিল।" সেই যুদ্ধে প্রায় ৫০,০০০ লোক মারা গিয়াছিল, কিন্তু এত বড় যুদ্ধের পর কোন্ দল যে ঠিক জিতিল তাহা ঠিক করা কঠিন। রাশিয়ান্‌রা বলে তাহারা জিতিয়াছে, ফরাসীরা বলে তাহারা জিতিয়াছে।

এই যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষই এত কাহিল হইয়া পড়িল যে শীত-কালে আর কোন যুদ্ধ হইল না। গ্রীষ্মকালে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফ্রাইড্‌ল্যাণ্ডের নিকট একটা খুব বড় রকমের লড়াই হইয়া সেবারকার মত যুদ্ধ থামিল। ফ্রাইড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধের দিন নেপোলিয়ন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সৈন্যদের মধ্যে গিয়া বলিতে লাগিলেন—"আজ বড় শুভদিন, আমরা এই তারিখে ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে জিতিয়াছিলাম।" ম্যারেঙ্গোর নাম শুনিয়া সৈন্যদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল, তাহারা ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল। রুষসৈন্যেরা যদিও বেশ যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি ফরাসীদের

সঙ্গে পারিয়া উঠিল না ; ফরাসীরা রুষদিগকে পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া নীসেন্ নদী পার করিয়া দিয়া আসিল।

রুষ সম্রাট্ দেখিলেন, নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি না করিয়া আর উপায় নাই, কাজেই নীসেন্ নদীর তীরে তাঁবু করিয়া তাহার নীচে দুই সম্রাট্ আসিয়া মিলিত হইলেন। দুই জনে কোলাকুলি করিলেন, হাসি-তামাসা করিলেন, গল্প করিলেন। সন্ধি হইয়া গেলে দুই সম্রাট্ই টিল্‌সিটে গেলেন। টিল্‌সিটে খুব নাচ-গান, পান ভোজন ও হাসি-তামাসার ধূম পড়িয়া গেল।

নেপোলিয়ন যেমন সহজে যুদ্ধ জয় করিতে পারিতেন, তেমনি সহজে মানুষের মনও জয় করিতে পারিতেন। রুষ-সম্রাট্ দেখিতে বেশ সুন্দর ছিলেন, তাঁহার বয়সও কম ছিল এবং বিখ্যাত হইবার প্রবল ইচ্ছাও ছিল। এদিকে নেপোলিয়নের বয়স তখন মাত্র ৩৭, অথচ এর মধ্যেই তিনি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বীর ও যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং দুইজনে ভাব হইতে বেশী সময় লাগিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

স্পেনে ও পর্ত্তুগালে

ইংরেজদিগকে নেপোলিয়ন এ পর্য্যন্ত কোনো যুদ্ধেই নরম করিতে পারেন নাই। তিনি দেখিলেন যে ইংরেজকে জব্দ করিতে হইলে তাহাদের বাণিজ্যের ক্ষতি করা দরকার, কারণ বাণিজ্যের জোরেই তাহারা এত বড় হইয়াছে। তাই ইওরোপের প্রত্যেক দেশকে ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে তিনি নিষেধ করিয়া দিলেন, পর্ত্তুগালের রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে হয় ইওরোপের অন্যান্য দেশের মত পর্ত্তুগাল

ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করুক, নতুবা প্রকাশ্যভাবে তাহার সঙ্গে যোগদান করুক। পর্ত্তুগালে তখন বাস্তবিক কোনো রাজা ছিল না; রাণী মেরী পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র প্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন। পর্ত্তুগালে তখন ইংরেজের পূর্ণ আধিপত্য। পর্ত্তুগালের বন্দরে ইংরেজের যুদ্ধ-জাহাজ থাকিত, ইংলণ্ডের মন্ত্রীর পরামর্শে পর্ত্তুগালের রাজকার্য্য চলিত, সুতরাং পর্ত্তুগালের রাজা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যাইতে পারিলেন না। এদিকে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া পর্ত্তুগালের সাহসে ও ক্ষমতায় কুলাইল না। সুতরাং যখন শোনা গেল যে নেপোলিয়নের সৈন্য-বাহিনী পর্ত্তুগালের দিকে আসিতেছে, তখন মাতাকে লইয়া রাজপুত্র ব্রেজিলে পলায়ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিলেন। ব্রেজিল দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ, উহা পর্ত্তুগীজদের একটি প্রকাণ্ড উপনিবেশ। ব্রেজিলের আয়তন ৫০টি পর্ত্তুগালের সমান। ইংরেজগণ তাহাদিগকে এই পলায়নে সহায়তা করিলেন। ৩৬টি জাহাজে যত লোক ধরে সব তাঁহাদের সঙ্গে গেল। পলায়নের তাড়াহুড়াতে অনেক পিতামাতা তাহাদের পুত্রকন্যা হারাইয়া ফেলিলেন, অনেক স্ত্রী স্বামী হারাইলেন এবং অনেক স্বামী স্ত্রী হারাইলেন। রাজপ্রাসাদের সমস্ত আস্‌বাবপত্র এবং রাজকোষের সমস্ত টাকা তাঁহারা সঙ্গে লইয়া গেলেন। ফরাসী সৈন্য যখন পর্ত্তুগালে পৌঁছিল তখন সমস্ত জাহাজে চলিয়াছে, সুতরাং তাহারা বিনা যুদ্ধে পর্ত্তুগাল দখল করিল।

স্পেনের অবস্থা তখন নিতান্ত শোচনীয়। রাজা চতুর্থ চার্লস্ বৃদ্ধ ত হইয়াছিলেনই, তার উপর তিনি আবার বোকা ছিলেন। রাণীও লোক ভাল ছিলেন না, তাঁর আবার গডয় নামে একজন বন্ধু জুটিয়াছিল, সে ছিল আরো বেশী খারাপ। ইঁহারা দুই জনে মিলিয়া দেশ শাসন করিতেছিলেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছিলেন। রাজার জ্যেষ্ঠ

পুত্র ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন, সুতরাং দেশের মধ্যে দুইটি দল সৃষ্ট হইল। উভয় দলের লোকেরাই ভাবিতেছিল যে তাহারা নেপোলিয়নকে ডাকিয়া আনিয়া বিপক্ষদলের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়া দিবে। বৃদ্ধ রাজা ও রাণী ভাবিতেছিলেন যে পর্তুগালের রাণীর মত আমেরিকায় পলাইয়া গেলে বেশ হয়; আমেরিকাতে তাঁহাদেরও কিছু সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু দেশের লোকেরা যখন বুঝিতে পারিল যে দেশের ভিতর খাল কাটিয়া কুমীর আনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে, তখন তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল। রাণীর সেই প্রিয় পাত্রটির উপরেই সকলের রাগ ছিল, সুতরাং তাহারা গিয়া তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিল। বেচারা ভয়ে একটা মাদুরের নীচে লুকাইয়া ছিল, সুতরাং কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না। রাগের চোটে তাহার বাড়ীর জিনিষপত্র সকলে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। বেচারী গডয় মাদুরের নীচে অনাহারে দুই দিন লুকাইয়া রহিল। দুই দিন পর সে চুপি চুপি পলাইতেছিল, ভাবিয়াছিল তাহাকে বুঝি কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তার এমনি দুর্ভাগ্য যে সে ধরা পড়িয়া গেল। তাহাকে একেবারে বলি দেওয়াই ঠিক হইয়াছিল, কিন্তু রাজকুমার ফার্ডিন্যাণ্ড আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দিলেন। গডয়কে জব্দ করিয়া সহরের লোক যেন আরো বেশী ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা রাজপ্রাসাদ লুঠ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। রাজা দেখিলেন, মহা বিপদ। সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তিনি এক চালাকি করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা প্রজাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে আমি বুড়া হইয়াছি, রাজকার্য্য আর তেমন ভাল রকম চালাইতে পারি না, সুতরাং ফ্যার্ডিন্যাণ্ডকে আমি রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিলাম। ইহাতে প্রজাদের এত আনন্দ হইল যে তাহারা ফূর্ত্তির চোটে গডয়ের বাড়ীটাই আগুণ দিয়া পোড়াইয়া দিল।

স্পেন্ ছিল ফ্রান্সের শত্রু। নেপোলিয়ন যখন জার্ম্মেণীতে যুদ্ধে

ব্যস্ত ছিলেন, তখন তিনি খবর পাইলেন, স্পেন্ ইংলণ্ডের সঙ্গে মিলিত হইয়া ফরাসী-আক্রমণের পরামর্শ করিতেছে। কিন্তু জেনার যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিজয়-সংবাদ পাইয়া স্পেন্ তাঁহার শত্রুতাচরণ করিতে সাহস পাইল না। নেপোলিয়ন তখনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, স্পেন্‌কে জব্দ করিতে হইবে।

এখন পিতা-পুত্রে ঝগড়া করিয়া দু'জনেই সাহায্যের জন্য নেপোলিয়নের নিকট গেলেন। নেপোলিয়ন কাহার কি বক্তব্য আছে শুনিবার জন্য দুই পক্ষকেই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এক পক্ষে ছিলেন বৃদ্ধ রাজা, তাঁহার রাণী ও গডয়; অন্য পক্ষে ছিলেন ফার্ডিন্যাণ্ড ও তাঁহার একজন বিদ্বান্ শিক্ষক। নেপোলিয়নের সম্মুখে পিতাপুত্রে ও মাতাপুত্রে যে রকম গালাগালি হইল, তাহা শুনিয়া নেপোলিয়ন কাণে আঙ্গুল দিয়া পলাইয়া গেলেন। নেপোলিয়ন দেখিলেন, ইহাদের মত দুশ্চরিত্র ও অশিক্ষিত লোক সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নয়। তা'ছাড়া ইহাদের মধ্যে কেহই ফরাসীর মিত্র ছিল না, স্পেনের সিংহাসনে বসিয়া ইহারা নিশ্চয়ই ফরাসীর সঙ্গে শত্রুতা করিবে। ফরাসীর এত নিকটে এমন শত্রু রাখা ভাল নয়, তাই নেপোলিয়ন ফার্ডিন্যাণ্ড ও চার্লস্‌কে সুখে ও বিলাসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার ভাই জোসেফ্ বোনাপার্টিকে স্পেনের রাজা করিয়া দিলেন।

স্পেনের লোকেরা ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, দেশে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নেপোলিয়ন নিজে স্পেনে ছিলেন না, তাঁহার সেনাপতি ডুঁপোকে সেখানে রাখিয়া তিনি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। যখন তাঁহার নিকট সংবাদ গেল যে ডুঁপো সসৈন্যে ধরা পড়িয়াছেন, তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "শেষে ডুঁপো এমন কাজ করিল? তাকে যে আমি বড় ভালবাসিতাম! সে যুদ্ধ করিতে করিতে মরিল না কেন? সব ক্ষতিই পূর্ণ হয়, কিন্তু সম্মান হারাইলে যে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।"

ইহার পর ফরাসীরা স্পেনে নগরের পর নগর অবরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু স্যারাগোসার অবরোধই বিশেষ বিখ্যাত। স্যারাগোসার লোকেরা ত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়াছিলই, এমন কি সেখানকার মেয়েরা পর্য্যন্ত খুব যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও স্যারাগোসা রক্ষা করা গেল না। ফরাসীরা যখন উহা দখল করিল তখন স্যারাগোসা একটা প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ মাত্র।

ইংরেজগণ স্পেনের লোককে সাহায্য করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন, সুতরাং স্পেনে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের অনেক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে "পেনিন্‌সুলার যুদ্ধ" (Peninsular War) বলা হয়। সারজন্ মুর্ (Sir John Moor) ইংরেজ সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। কোরাণার যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরেজগণ সেখানে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিলেন না, সুতরাং যাহারা জীবিত ছিল সকলেই দেশে ফিরিয়া গেল।

এদিকে টাইরলে, ইটালিতে, পোলাণ্ডে, জার্ম্মেণীতে—সকল স্থানেই নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। সকল স্থানেই খুব যুদ্ধ চলিতে লাগিল; নেপোলিয়নের দল কোথাও জিতিল, কোথাও বা হারিল, কিন্তু নেপোলিয়ন যখন যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই জয় লাভ করিয়াছেন, তিনি কোথাও পরাজিত হ'ন নাই।

তারপর অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে খুব বড় রকমের একটা যুদ্ধ হইল। ইহার চেয়ে বড় যুদ্ধ নেপোলিয়নের সময় আর হয় নাই। প্রায় ৫০,০০০ সৈন্য সেই যুদ্ধে মারা গিয়াছিল। যুদ্ধে নেপোলিয়ন জয় লাভ করিলেন। ফরাসী সৈন্য অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরী দখল করিয়া বসিল, রাজা-রাণী নগর ছাড়িয়া পলাইয়া গেলেন। অষ্ট্রিয়ার রাজা অবিলম্বে নেপোলিয়নের সঙ্গে সন্ধি করিলেন, সেই সন্ধি দ্বারা তিনি এবার আরো অনেক দেশ পাইলেন এবং সেই সমস্ত দেশ তাঁহার অধীন রাজন্যবর্গকে ভাগ করিয়া দিলেন। নেপোলিয়ন যে

কেবল ফরাসী সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেন তাহা নহে, তিনি যখন যে দেশ জয় করিতেন সেই দেশ হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিতেন।

প্যারিসে ফিরিয়া আসিলে নেপোলিয়নের আর একটা বিবাহ হইল। জোসেফাইন তখনও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহাকে নেপোলিয়ন খুবই ভালবাসিতেন, তথাপি নেপোলিয়ন আর একবার বিবাহ করিলেন। নেপোলিয়ন যে জোসেফাইনকে কত ভালবাসিতেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যমদূতের মত এক একটা কামানের গোলা আসিতেছে, আর তাহার মধ্যে নেপোলিয়ন ঘোড়ার পিঠে বসিয়া জোসে-ফাইনকে চিঠি লিখিতেছেন। তাঁহাকে চিঠি না লিখিয়া নেপোলিয়ন এক দিনও থাকিতে পারিতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে এত তাড়াতাড়ি চিঠিগুলি লিখিয়াছেন তবু তাহাদের ভাষা ও ভাব এত মধুর যে সেগুলি পড়িলে মুগ্ধ হইতে হয়। ভাষার উপর নেপোলিয়নের আশ্চর্য্য দখল ছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে ৪।৫ জন লেখককে বিভিন্ন বিষয়সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিতেন। কামানের গোলা ফাটিয়া অনেক সময় চিঠির উপর বালু আসিয়া পড়িত, তাহাতে তাহাদের ব্লটিং কাগজের কাজ হইয়া যাইত। নেপোলিয়নের আর একটা আশ্চর্য্য গুণ ছিল—তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ৫।৭ মিনিট ঘুমাইয়া লইতে পারিতেন এবং প্রয়োজন হইলে না ঘুমাইয়া থাকিতে পারিতেন।

নেপোলিয়নের সঙ্গে বিবাহের পর জোসেফাইনের কোনো সন্তান হয় নাই। নেপোলিয়ন দেখিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ফরাসীর সিংহাসনে বসিবার মত তাঁহার কোনো বংশধর নাই। সেই জন্যই তিনি অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যা মেরী লুইসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল; নেপোলিয়ন মনে করিয়াছিলেন যে অষ্ট্রিয়ার মত শত্রুর কন্যাকে বিবাহ করিলে অনেক যুদ্ধ ও অনাবশ্যক রক্তপাত বন্ধ হইয়া যাইবে।

জোসেফাইন্ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। নেপোলিয়নের পক্ষ হইয়া যত কথাই বলা হউক না কেন ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক। জোসেফাইনের সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও নেপোলিয়নকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন হইতেই নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হইল।

মেরী লুইসার সঙ্গে নেপোলিয়নের মোটেই ভাব হইল না, লুইসাও নেপোলিয়নকে দেখিতে পারিতেন না। নেপোলিয়ন লুইসার সঙ্গে ভাব করিতে মাঝে মাঝে চেষ্টা করিতেন। লুইসা একদিন ডিম ভাজিতেছিলেন, এমন সময় নেপোলিয়ন সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি হচ্ছে এখানে? গন্ধ শুঁকে ত মনে হয় ডিমের কিছু একটা হচ্ছে।" তারপর উনুনের ধারে গিয়া বলিলেন, "দাও, আমি ভেজে দিচ্ছি।" ডিমের একটা দিক যখন ভাজা হইল, তখন উহা উল্টাইবার সময় আসিল, নেপোলিয়ন আর কিছুতেই তাহা উল্টাইতে পারেন না। অনেক চেষ্টার পর কড়া হইতে ডিম একেবারে ঘরের মাঝখানে গিয়া ছুটিয়া পড়িল, তখন সেখানে যে কেমন একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়ন কিনা শেষে একটা ডিমের বড়া উল্টাইতে পারিলেন না।

জোসেফাইনকে থাকিবার জন্য নেপোলিয়ন তাঁহাকে প্যারীসে খুব বড় একটা প্রাসাদ দিয়াছিলেন এবং গ্রামে খুব সুন্দর একটা বাগান-বাড়ী দিয়াছিলেন। তা' ছাড়া বৎসরে তাঁহাকে ৫ লক্ষ করিয়া 'ডলার' দেওয়া হইত। কিন্তু তাঁহার প্রতি যে গভীর অন্যায় করা হইয়াছিল, তাহার কি প্রতিকার করা সম্ভব?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাশিয়ায়

১৮১১ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ নেপোলিয়নের একটী ছেলে হইল। নেপোলিয়ন তাহাকে "রোমের রাজা" উপাধি প্রদান করিলেন। তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নেপোলিয়নের বয়স তখন ৪১ বৎসর।

অন্যান্য দেশের মত রাশিয়াকেও তিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। রুষ-সম্রাটের হুকুমে তাহা একপ্রকার বন্ধও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডে প্রস্তুত জিনিসপত্র রাশিয়ায় আসিতে লাগিল। নেপোলিয়ন এই সংবাদে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। ক্রমে আরও এমন অনেক কারণ ঘটিল, যাহাতে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুষ-সম্রাটের ভাব বজায় রহিল না। দেখিতে দেখিতে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

নেপোলিয়ন স্থির করিলেন, রাশিয়ার প্রচণ্ড শক্তি তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নানাদেশ হইতে ৬ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম্, ইটালী, পোল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড—এমন কি স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতেও তিনি সৈন্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাশিয়ার মত অদ্ভুত দেশ ইওরোপে নাই। রাশিয়া যে ইওরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দেশ তা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে, কিন্তু সেটা যে কিরকম জায়গা, সে ধারণা বোধ হয় অনেকেরই নাই। প্রথমতঃ রাশিয়া যত বড় দেশ সেই পরিমাণে লোক নাই, সুতরাং সেখানে পতিত ভূমির অভাব নাই। সেখানকার শীত এত বেশী যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক সেখানে গেলে শীতকালে তাদের

কাণ খসিয়া পড়ে। নেপোলিয়ন সেই জন্য গ্রীষ্মকালে রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। রাশিয়ার লোক পলায়নে যেমন ওস্তাদ এমন আর কেহ নয়। তাহারা যখন শুনে যে শত্রু আসিতেছে, তখন সহর বা গ্রাম ছাড়িয়া এমন পরিপাটীরূপে চম্পট প্রদান করে যে শত্রুরা আসিয়া শুধু 'হায় হায়' করে। নেপোলিয়নের কপালেও তাহাই ঘটিল। তিনি দিনের পর দিন কেবল শূন্য গ্রাম ও শূন্য সহরের শূন্য ঘর বাড়ীর মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন, কোথাও জন-প্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে মাথার উপরে ভয়ানক রোদ, পথে হাঁটু পরিমাণ ধূলা ; ক্ষুধার সময় খাদ্য মিলে না, তৃষ্ণার সময় জল পাওয়া যায় না। চারিদিক নীরব, নির্জ্জন—কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই।

এই ভাবে অনেক দূর গেলে পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নেপোলিয়ন যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বোরোডিনোতে একটা ভীষণ যুদ্ধ হইল, নেপোলিয়ন এমন সাংঘাতিক যুদ্ধ আর করেন নাই। এই যুদ্ধে ২২ জন রুষ সেনাপতি ও ১৮ জন ফরাসী সেনাপতি হত হইয়াছিলেন, এইজন্য ইহাকে অনেকে "সেনাপতিদের লড়াই" বলিয়া থাকে।

শরৎকালে নেপোলিয়ন মস্কো নগরে প্রবেশ করিলেন। মস্কো খুব প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী নগর ; এক সময় ইহা রাশিয়ার রাজধানী ছিল। মস্কোতে হাজার হাজার গির্জ্জা ছিল বলিয়া উহাকে অনেকে তীর্থের মত পুণ্যস্থান বলিয়া মনে করিত। মস্কোবাসিগণ নেপোলিয়ন আসিতেছেন শুনিয়াই সহর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা গাড়ী বোঝাই করিয়া যে যাহা পারিল তাহা সঙ্গে লইয়া গেল। সহরের সৈন্যেরাও নেপোলিয়ন আসিবার আগের দিনই চলিয়া গিয়াছিল। সৈন্যদের শেষ পল্টন চলিয়া যাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে নাকি নেপোলিয়ন আসিয়া মস্কোতে পৌঁছিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন আসিয়া

দেখিলেন, মস্কো একটা প্রকাণ্ড শ্মশানের মত পড়িয়া রহিয়াছে। রাস্তার ধারে দালানগুলির রুদ্ধ জানালা যেন অন্ধের দৃষ্টির মত তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। নেপোলিয়ন দেখিলেন, সৈন্যদের রসদের গুদাম আগুণ দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে—জেলখানা হইতে কয়েদীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহারা আরও কতগুলি ছোটলোকের সঙ্গে মিলিয়া মস্কোনগর আগুণ দিয়া পোড়াইবার আয়োজন করিতেছিল। সহরের নানাস্থানে তাহারা গোলা বারুদ জমা করিতেছিল। ফরাসীরা তখন ব্যস্ত ছিল বলিয়া তাহা টের পায় নাই। সৈন্যগণ শূন্য বাড়ীগুলিতে ঢুকিয়া আহার ও পানীয় যেখানে যাহা পাইল তাহাই উদরসাৎ করিতে লাগিল। রাশিয়ান্‌রা 'ভড্‌কা' (Vodka) নামে একপ্রকার মদ খাইতে খুব ভালবাসে, ফরাসী সৈন্যেরা সেই মদ প্রচুর পরিমাণে পান করিল। সমস্তদিন এইভাবে গোলমাল করিয়া রাত্রে তাহারা কৌচে, কুশনে ও খাটে পড়িয়া খুব ঘুমাইতে লাগিল। এতদিন তাহারা আকাশের নীচে ঘুমাইয়াছে, আজ তাহারা খুব আরাম করিয়া সিল্কের চাদর গায় দিয়া ঘরের মধ্যে ঘুমাইল।

"আগুণ! আগুণ!!" গভীর রজনীতে সকলে শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল, চাহিয়া দেখিল, আগুণের আলোতে সহর উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। দমকলগুলি রুষ-সৈন্যেরা নষ্ট করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সুতরাং কেহ আগুণ নিবাইতে পারিল না। পরদিন রাত্রেও আবার আগুণ লাগিল; শুধু এক জায়গায় নহে, বহু স্থানে আগুণ লাগিয়া মস্কো নগরে সুন্দর রোসনাইর সৃষ্টি করিল। প্রবল বাতাসে অগ্নিশিখাগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। দুই দিন অবিশ্রান্ত ভাবে আগুণ জ্বলিতে লাগিল, নেপোলিয়ন সবই দেখিলেন। অবশেষে তিনি যে প্রাসাদে থাকিতেন সেই বাড়ীতেও আগুণ ধরিল। নেপোলিয়ন বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। আগুণ কিছুতেই নিবিল না—একদিকে

নিবিতেই আরেকদিক জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। সহরের দমকলগুলি সব নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছিল, সুতরাং আগুণ নিবান গেল না। নেপোলিয়ন দেখিয়া অবাক হইলেন যে কোনো সভ্যজাতি এমন করিয়া একটা প্রাচীন নগর নষ্ট করিতে পারে! রাশিয়ান গভর্ণমেণ্টের হুকুমেই মস্কোর অধিবাসীরা নগর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের যে কত দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া এমন অমানুষিক হুকুম প্রদান করিলেন, নেপোলিয়ন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না. সহরের চারিভাগের তিনভাগ যখন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল তখন আগুণ নিবিল।

নেপোলিয়ন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জারের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উত্তর-প্রতীক্ষা করিয়া তিনি মস্কোতে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু উত্তর আসিল না। এদিকে সৈন্যদের খাদ্যদ্রব্য সব ফুরাইয়া যাইতে লাগিল, তাহারা সকলে চলিয়া যাওয়ার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। নেপোলিয়ন জারের নিকট আরেকজন লোক পাঠাইলেন, কিন্তু সেও ফিরিয়া আসিল না। তখন কিছু কিছু বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; নেপোলিয়ন জানিতেন রাশিয়ার শীত বড় ভয়ানক, সুতরাং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা উচিত মনে করিলেন।

সৈন্যেরা সোণা-রূপা, রেশম-পশম যে যাহা পাইল তাহা সঙ্গে লইল। কিন্তু পথে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। এক দিকে শীত, অন্যদিকে কসাক সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেক সময় শীতে তাহাদের হাত এমন অবশ হইয়া যাইত যে হাত হইতে বন্দুক খসিয়া পড়িত। রাস্তা ঘাট সব বরফে ডুবিয়া গেল; সকালে সৈন্যেরা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিত যে তাহাদের রীতিমত বরফের সমাধি হইয়াছে। এমনি ভাবে চলিয়া তাহারা রবিশফের নিকট একটা নদী

তীরে পৌঁছিল। সেই নদীর উপর দুইটী অর্দ্ধভগ্ন সেতু ছিল। ফরাসী সৈন্যেরা তাহা পার হইতে গিয়া অনেকে নীচে পড়িয়া মরিয়া গেল। নেপোলিয়নের এমন সুন্দর ভুবনবিজয়ী সৈন্যদল যখন ভিল্‌নাতে পৌঁছিল, তখন তাহাদের অবস্থা নিতান্ত কাহিল। ভিল্‌নাতে আসিয়া নেপোলিয়ন সংবাদ পাইলেন যে প্যারিসে নাকি বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং তিনি সৈন্যদিগকে ভিল্‌নাতে রাখিয়াই প্যারিসে চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

এলবা দ্বীপে

১৯শে নভেম্বর নেপোলিয়ন প্যারিসে পৌঁছিলেন। ইহার কিছুদিন পর ফ্রান্স শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। নেপোলিয়ন মন্ত্রীগণকে বলিলেন, "শত্রুরা দেশ আক্রমণ করিয়াছে, আমি সৈন্যগণকে লইয়া যুদ্ধে চলিলাম, কিন্তু আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ দুইটী তোমাদের কাছে রাখিয়া গেলাম।" এই বলিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার স্ত্রী মেরী লুইসা ও তাঁহার শিশু পুত্রকে দেখাইলেন। দুইদিন পর নেপোলিয়ন যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু লুইসার সঙ্গে তাঁহার আর দেখা হইল না, কারণ তিনি যখন প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন তখন আর তাঁহার সে ক্ষমতা ও গৌরব নাই। অহঙ্কারী লুইসা ইচ্ছা করিয়াই হৃতমান সম্রাটের সঙ্গে দেখা করিলেন না। সেই সময়েই নেপোলিয়নের যথার্থ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ এখন তাঁহার অধীনে সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল না, যাহারা ছিল তাহারাও অর্দ্ধশিক্ষিত অথবা ছেলেমানুষ। কিন্তু এই সমস্ত সৈন্য লইয়াই তিনি শিক্ষিত বহুসংখ্যক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন নামের এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে তাঁহার নাম শুনিয়া অসংখ্য লোক যুদ্ধ করিতে ছুটিয়া আসিত।

কিছুদিন যুদ্ধ চলিলে পর শত্রুগণ প্যারিসের দিকে আসিতে লাগিল। নেপোলিয়ন তখন প্যারিসে ছিলেন না, সুতরাং প্যারিস্ সহজেই শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ রাশিয়ার সম্রাট্ ও প্রাশিয়ার রাজা একসঙ্গে প্যারিসে প্রবেশ করিলেন। মেরী লুইসা তাঁহার পুত্রকে লইয়া ইতিপূর্ব্বেই সহর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। ২রা এপ্রিল প্যারিসে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে নেপোলিয়নের রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি আর এখন ফরাসীর সম্রাট্ নহেন। নেপোলিয়ন তখন শ্যাম্পেন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি প্যারিসে আসিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে বলিল, "এখন আর গিয়ে কি হবে? সময় পার হয়ে গেছে।" নেপোলিয়নের এতটা বিশ্বাস হইল না। তিনি ফন্টেন্‌ব্লুতে তাঁর সৈন্যদল পরিদর্শন করিলেন। তাঁহার পুরাতন সৈনিকেরা বলিতে লাগিল—"প্যারিসে চল, প্যারিসে।" যুদ্ধের জন্য তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু নেপোলিয়ন প্যারিসে গেলেন না। তিনি প্যারিসে একটী চিঠিতে লিখিয়া পাঠাইলেন, "যদি তোমরা মনে কর আমিই দেশের অশান্তির কারণ, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ করিতেছি। দেশের জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

২০শে এপ্রিল নেপোলিয়ন তাঁহার সৈন্যদের নিকট বিদায় লইলেন। সৈন্যেরা তাঁহাকে এত ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত যে বড় বড় যোদ্ধাদের চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নেপোলিয়ন বলিলেন, "আমি তোমাদের প্রত্যেককে পৃথক ভাবে আলিঙ্গন করিতে পারি না, তাই তোমাদের সেনাপতিকে আলিঙ্গন করিতেছি, তোমরা মনে করিও যেন তোমাদের প্রত্যেককেই আমি আলিঙ্গন করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তিনি সেনাপতিকে আলিঙ্গন করিলেন এবং ফরাসীর জাতীয় পতাকাটী চুম্বন করিলেন। তাঁহার জন্য গাড়ী

অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। ফ্রান্সের ভিতর যখন গাড়ী ছুটিয়া চলিল তখন দুই ধারের লোক তাঁহাকে অভিবাদন করিল, এবং তাঁহার সম্মানার্থে জয়ধ্বনি করিল। তিনি ফ্রান্স ছাড়িয়া এল্‌বাতে পৌঁছিলেন।

এল্‌বা ছোট্ট একটী দ্বীপ, এই দ্বীপটী তখন পর্য্যন্ত তাঁহার অধীনে ছিল। এল্‌বার অধিবাসিগণ নেপোলিয়নকে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। এই ছোট্ট দ্বীপে তিনি রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহার ছোট্ট একটি সৈন্যদল ছিল, একটী প্রাসাদ ছিল, একটী বিচারালয় ছিল। ফরাসীতে বিপুলায়তনে যাহা যাহা ছিল, এল্‌বাতেও ক্ষুদ্র আকারে তাহার সবই ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

শেষকথা

যে লুইকে বলি দেওয়া হইয়াছিল তাঁহার ভাইকে ফরাসীরা আবার রাজা করিল। তিনি বুদ্ধিহীন ছিলেন না বটে, তবে তখন ফরাসীতে যে রকম সময় পড়িয়াছিল তাহার মধ্যে ভালমতে রাজ্যশাসন করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। এদিকে সমস্ত ফরাসী সৈন্য জার্ম্মেণীতে বন্দী হইয়াছিল, তাহারা মুক্তি পাইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল এবং নেপোলিয়নকে রাজা করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল। নেপোলিয়নও এল্‌বাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। সেখানে ১১ মাস বাস করিয়াই তাঁহার ইচ্ছা হইল, তিনি আরেকবার ফরাসীতে আসিয়া নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া যান। ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহার বেশী দেরী হইল না। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তিনি ফরাসী রাজ্যে পদার্পণ করিলেন।

তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হইল। নেপোলিয়নের সঙ্গেও ছোট একটি সেনাদল ছিল, কিন্তু তাহা এত ছোট যে উহা দ্বারা যুদ্ধ চলে না। যাহারা নেপোলিয়নকে ধরিয়া আনিতে গিয়াছিল গ্রেনো-বলের নিকট তাহাদের সঙ্গে নেপোলিয়নের দেখা হইল। নেপোলিয়ন সৈন্যদিগকে পিছনে রাখিয়া একা অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বুকের বোতাম খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ, তোমাদের সম্রাট্কে যদি মারিতে চাও তবে এসো, এই আমি বুক পেতে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার মুক্ত বক্ষ অগ্রসর করিয়া দিলেন। যে কেহ তখন এক আঘাতে নেপোলিয়নকে হত্যা করিতে পারিত, কিন্তু কেহ একটী হাত তুলিল না, সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "নেপোলিয়ন কি জয়।" তাহারা সকলেই নেপোলিয়নের পক্ষে চলিয়া গেল। লিয়ন্স্ নগরের রাজ সেনাপতিরা সকলেই পলাইয়া গিয়াছিল, নেপোলিয়ন অবাধে নগরে প্রবেশ করিলেন। নেপোলিয়নেরই একজন পুরাতন সেনাপতি 'নে' খুব আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিলেন, "নেপোলিয়নকে আমি একটা লোহার খাঁচায় সিংহের মত বন্ধ ক'রে আন্ব।" কিন্তু তিনিও কিছুদূরে গিয়াই নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদান করিলেন।

এমনি ভাবে নেপোলিয়ন যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতে লাগিল। এই ছোট্ট মানুষটীর এমন আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে তাঁহার আকর্ষণে শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা তাহাদের পোষাক পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়নের পক্ষে চলিয়া আসিতে লাগিল। এইভাবে নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

১৯শে মার্চ্চ গভীর রজনীতে রাজা প্যারিস্ হইতে বেলজিয়ামের দিকে পলায়ন করিলেন। ২০শে মার্চ্চ নেপোলিয়ন প্যারিসে পৌঁছিলেন।

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রীয়া ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রাশিয়া ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় খবর গেল নেপোলিয়ন আবার প্যারিস দখল করিয়া বসিয়াছেন। অমনি ফরাসীকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহারা সৈন্য প্রেরণ করিলেন। রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রীয়া, সার্ভিয়া, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্ম্মেণী ও ব্রিটেনের সৈন্যেরা ফরাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিল। প্রায় একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার প্রাশিয়ান্ সৈন্য লইয়া ব্লুচার অগ্রসর হইতেছিলেন। অন্যদিকে রাশিয়া ও প্রাশিয়ার সৈন্যদ্বয় প্যারীতে যাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আরেকদিকে ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন ব্লুচারের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইঁহারা সকলে মিলিয়া যদি একসঙ্গে প্যারীস্ আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে আর উপায় ছিল না। কিন্তু নেপোলিয়ন ওয়েলিংটনের সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত হইতে দিলেন না। তিনি ব্লুচারকে সহসা ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন। ১৬ই জুন লিগ্‌নি যুদ্ধে ব্লুচার পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। অন্যদিকে ফরাসী সেনাপতি নে এবং ডার্লন ৪০ হাজার সৈন্য লইয়া ঐ দিনই ওয়েলিংটনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা জয়লাভ করিতে পারিলেন না, ইংরেজ সেনাপতি ওয়েলিংটন যুদ্ধে জয়ী হইলেন। শত্রুরা যাহাতে ফরাসী আক্রমণ না করে, সেইজন্য নেপোলিয়ন ফরাসী ছাড়িয়া বেল্‌জিয়ামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ঐখানে শত্রুগণকে একটা খুব বড় রকম লড়াইয়ে এমন ভাবে হারাইয়া দিবেন যে তাহাতেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে। সেই বড় রকম লড়াইটা হইয়াছিল ওয়াটার্লুতে। ওয়াটার্লুর নামটা বোধ হয় অনেকেরই শুনা আছে। ওয়াটার্লু বেল-জিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল্‌স্ হইতে ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত একটী গ্রাম মাত্র।

১৭ই জুন প্রাতঃকালে ওয়েলিংটন প্রায় ৭০ হাজার সৈন্য লইয়া

ওয়াটার্লু অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। সন্ধ্যার কিছু পরেই নেপোলিয়ন প্রায় ৭২ হাজার সৈন্য লইয়া ওয়েলিংটনের পিছনে পিছনে ওয়াটার্লুতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্লুচার যাহাতে ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যোগদান করিতে না পারে, সেজন্য নেপোলিয়ন গ্রোঁসীকে সেদিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেই রাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি হইল, ইংরাজ ও ফরাসী সেনা এই দুর্যোগের রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিল না।

১৮ই জুন প্রাতঃকালে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, বারুদ বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, রাস্তাঘাট জল কাদায় বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল, এই সমস্ত কারণে অনেকক্ষণ কেহ কাহাকেও আক্রমণ করিল না। কিন্তু ১১ টার সময় ফরাসীদের বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ইংরাজগণও চুপ করিয়া রহিল না, দেখিতে দেখিতে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

দুপুরবেলা ফরাসী সৈন্য ইংরাজদিগকে হটাইয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। ফরাসী সেনার হুঙ্কারে ইংরাজ সৈন্য কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু নেপোলিয়নের মনে শান্তি ছিল না। তিনি জানিতেন যে ব্লুচার যদি কোন রকমে একবার আসিয়া ইংরাজদের সঙ্গে যোগদান করিতে পারে, তাহা হইলে জয়ের আশা নাই। তিনি ভাবিতেছিলেন গ্রোঁসীকে যে গুরুতর কাযের ভার দিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা সে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিবে কি না, কে জানে! এই জন্য ফরাসী সেনার বিজয় কোলাহল তাঁহার কাণে পৌঁছিল না। ইংরাজ সেনার আনন্দ কোলাহলে নেপোলিয়ন চমকিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, পিপীলিকাশ্রেণীর মত অসংখ্য প্রাশিয়ান সৈন্য লইয়া ব্লুচার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নেপোলিয়ন জয়ের আশা ত্যাগ করিলেন।

৫ তখন বেলা ৪½টা। ফরাসী সৈন্য তখনও ভীষণভাবে যুদ্ধ

করিতেছে। কিন্তু ইংরেজ ও প্রাশিয়ান সৈন্য যখন একসঙ্গে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তখন তাহারা আর টিকিয়া থাকিতে পারিল না। সন্ধ্যার সময় নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি ৭২,০০০ সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন, ৪০,০০০ সৈন্য লইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্যারীসে ফিরিয়া নেপোলিয়ন দেখিলেন যে শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। "বেলেরোফেন" জাহাজের কাপ্তানের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। কাপ্তেন তাঁহাকে সেই জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। জাহাজ যখন ফরাসী বন্দর হইতে যাত্রা করিল, তখন সম্রাট্ মাতৃভূমির নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চোখে মুখে কি অসীম বেদনার চিহ্ন। ছবিটি দেখিলে চোখের জল সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

ইংলণ্ডে নেপোলিয়নকে জাহাজ হইতে নামান হইল না। সেই জাহাজেই ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হুকুম পাঠাইয়া দিলেন, নেপোলিয়নকে 'সেণ্টহেলেনা' দ্বীপে বন্দীভাবে বাস করিতে হইবে। সেণ্টহেলেনা আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে ছোট একটী দ্বীপ। ইহার আয়তন ২১ মাইল মাত্র। দূর হইতে ইহাকে একটী ভাসমান পাথরের মত দেখায়। সেণ্টহেলেনা ফরাসী দেশ হইতে ৪০০০ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়নকে ছয় বৎসর বাস করিতে হইয়াছিল। এই ছয় বৎসর যে তিনি কি কষ্টে কাটাইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে সমস্ত কাহিনী পাঠ করিলে মানুষ মাত্রেরই চোখে জল আসে।

ছয় বৎসর ধরিয়া নেপোলিয়ন তিলে তিলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, মনে শান্তি ছিল না, তথাপি এই ভাগ্যবিপর্যায় তিনি যেভাবে বহন করিয়াছেন, অন্য কোনো

মানুষ তাহা পারিত না। তিনি বলিতেন, দুঃখের দিনেইত যথার্থ বীরকে চেনা যায়। অবশেষে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপুরুষের জীবনসূর্য্য অস্ত গেল।

নেপোলিয়ন মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "ফ্রান্স,—সৈন্যদল,—জোসেফাইন্" ;—জোসেফাইনের শেষ কথা ছিল, "এল্‌বা,—নেপোলিয়ন।" সেণ্টহেলেনা হইতে তিনি মেরী লুইসাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি মেরী লুইসাকে সত্যই খুব ভালবাসেন এবং সমস্ত জীবনই তাঁহার প্রতি ভালবাসা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

ইংরেজ সৈন্যগণ সসম্মানে নেপোলিয়নকে সমাধি প্রদান করিল। ম্যারেঙ্গোর যুদ্ধে তিনি যে পোষাক পরিয়াছিলেন, সেই পোষাক ও তরবারি সহ তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হইল। তাঁহার সম্মানার্থ ইংরেজ সৈন্য বন্দুক ফুটাইল, কামান ছাড়িল, তাহাদের জাতীয় পতাকা অবনত করিয়া রাখিল। নেপোলিয়নের জীবন সম্বন্ধে যাহাদের সবিশেষ জানিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের সকলেরই এ্যাবটের বই পড়া উচিত। পৃথিবীতে এমন জীবনচরিত বেশী নাই।

আঠার বৎসর পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা নেপোলিয়নের দেহাবশেষ, ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ক্রমে, সেণ্টহেলেনা হইতে তুলিয়া স্বদেশে লইয়া গেল এবং যথোচিত সম্মান ও আড়ম্বরের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরকে স্বদেশের মাটিতে সমাধিস্থ করিল।

সমাপ্ত